চণ্ডালিনী।

শ্রী ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

মির্জ্জাফর্স লেন ২৪নং ভবনে গুপ্ত যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১২৭৭।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

মানস সফল করিতে বিমুখ হওয়া আপনার মত সহৃদয় ও সরলস্বভাবের কর্ত্তব্য নয় জানি বলিয়া, হৃদয়-জাতা বালারে চরণ-প্রান্তে উপনীত করিতে সাহসী হইলাম। বালা, যদি কোন রূপে আপনার প্রীতি উৎপাদনে সক্ষমা হয়, যার পর নাই সুখী হইব, নিবেদনমিতি।

১২৭৭ সাল
২২এ বৈশাখ
বারাশত।

নিতান্ত বাধ্য
শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

অনিবার্য্য বাসনা পরতন্ত্র হইয়া চণ্ডালিনীরে জন-সাধারণের গোচর করিতে সাহসী হওয়া মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত দুঃসাহস বলিতে হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অবশ্য-প্রকাশ্য মনোগত অভিলাষ, অন্যের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিলে কোন ফল দর্শে না, প্রত্যুত মানসোদিত ভাব-প্রকাশ-জনিত আনন্দ তিরোহিত হয়। নিজের আন্তরিক বাসনা, আপনার নিকট অবশ্যই রমণীয়; কিন্তু পরনেত্রে কোন না কোনরূপে, তাহার সৌন্দর্য্য-ত্রুটি লক্ষিত হইবেই হইবে। এটী স্বভাব-সিদ্ধ ঘটনা। তজ্জন্যই স্বীয় ভাব অন্যের সকাশে প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। যাঁহার যেমন মন, যাঁহার যেমন ইচ্ছা, চণ্ডালিনী তাঁহার সমীপে সেই ভাবেই পরিচিতা হইবে। দীনা বালা, পাছে কাহারও নিকট অনাদৃতা হয়, এইটীই একটী আশঙ্কার বিষয় বলিতে হইবে, কিন্তু সে ভয় করা কথনই যুক্তি-সঙ্গত নয়।

সাহিত্য সমাজে চণ্ডালিনী যে বিলক্ষণ সাহস প্রকাশে সমর্থা হইবে কথনই এমন অনুমান করা যাইতে পারে না। কিন্তু কোন না কোন মন, অবশ্যই যে

ইহার সহিত সংলাপে প্রফুল্ল হইবে, এ বোধকে হৃদয়-মধ্যে বিলক্ষণরূপে স্থান দান করা যাইতে পারে। প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা বশতঃ যে, এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা জগতস্থ সকল লোকেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন।

সকল কার্য্যই যে, বন্ধু জনের উৎসাহ ও পরামর্শের উপর নির্ভর করে, তাহা বলা বাহুল্য। তবে ইহাতে যে মিত্র-মন্ত্রণা গ্রহণ করা হইয়াছে,তাহা বলিতে হইবে না। প্রিয়-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গুপ্ত, মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

কোন কোন মহাশয় কহেন, পুরুষের নাম "চন্দ্রপ্রভা" রাখা ভাল হয় নাই; কিন্তু সে বিবেচনা তাহার পিতা-মাতার নিকট, আমার কাছে নয়। দ্বিতীয়তঃ অশুদ্ধও হয় না, কারণ ভাস্ শব্দ লইয়া সমাস করিলে, চন্দ্রপ্রভা আকারান্তই থাকিবে। ইহাতে আর বিতণ্ডার প্রয়োজন কি? বাঙ্গলা ভাষায় আকারান্ত শব্দের উত্তর বিসর্গের ব্যবহার প্রায় দৃষ্ট হয় না।

সম্বৎ ১৯২৭
২২এ বৈশাখ

শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪পরগণার অন্তঃপাতী।
বারাশত।

চণ্ডালিনী।

প্রথম তরঙ্গ।

ভাসা কন্যা।

সেবারকার চল্লিশ সালের বানে বাঙ্গালার প্রায় সমুদয় দক্ষিণ দেশ প্লাবিত হইয়া জল স্থল সমুদয় একাকার হইয়া যায়। পথ, ঘাট, নালা, ডোবা, আর কিছুই জানিবার যো নাই, গাছ সমস্ত অনেকদূর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাওয়ায় থর থর কম্পমান। ছাগ, গাভী প্রভৃতি জন্তুর মৃত দেহ চারিদিকে ভাসমান, মাঝে মাঝে দুই একটা মানুষের দেহও ভাসিতেছে। মেটে বাড়ী প্রায় নাই। দুই একখানি যাহাও আছে তাহার শেষ অবস্থা। মধ্যে একটী পল্লীতে কতকগুলি মেটে বাড়ী অধিকতর উচ্চ ভূমির উপর থাকায় প্লাবনে জলশায়ী হয় নাই; সেইখানে এক খানি বেশ ঘেরা ঘোরা বাটী, দেখিলে ভদ্র লোকের ভবন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাটীর সম্মুখে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ, বাহির হইতে বাটীর ভিতরের অধিকাংশ দেখা যায়। বাটীর কর্ত্তা একজন

কৃষক; নাম ভজহরি। ভজহরি দেশ প্লাবিত ও আপনার বাটীর মধ্যে বেনো জল প্রবেশ করিতে দেখিয়া হতবুদ্ধি ও অবাক্ হইয়া গণ্ডদেশে করার্পণ করতঃ অন্যমনে আপনাদের জীবন রক্ষার চিন্তায় আসক্ত হইয়া সম্মুখের দাবায় বসিয়াছিল। ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ভাবী বিষয়ের আন্দোলনে চিত্ত সমাধান করিয়া আছে, এমন সময়ে সহসা চকিত হইয়া উঠিল এবং পার্শ্ব দেশে আপন ললনারে গাত্র-লগ্ন-কর দেখিয়া চমৎকৃতী ভাবের অপনয়ন করিল। বুঝিল বনিতা গাত্র স্পর্শ করিয়াছে। যথার্থই তাহার রমণী, কোন বিবরণ বিদিত করিবার জন্য নিজ কান্তের অঙ্গ সঞ্চালিত করিয়াছিল। যদি তাহার জায়াকে তদবস্থাপন্ন না দেখিত তাহা হইলে কৃষকের মন, অবশ্যই কোন আশঙ্কায় প্রপীড়িত হইত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কারণ, বান ও ঝড় তাহার মনোবিকৃতির প্রধান কারণ। এটী স্বভাবের অবশ্যম্ভাবী কার্য্য।

কৃষক-কামিনী অনতি পরিস্ফুট স্বরে স্বামীকে কহিল হাঁড়ীটী ধর। অকস্মাৎ "হাঁড়ীটী ধর" এই শব্দ কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে ভজ চকিত হইয়াছিল; এক্ষণে কহিল "কি! হাঁড়ী! হাঁড়ী! হাঁড়া ভাসিয়া আসিয়াছে! কৈ, কোথা? কোথায় আসিয়াছে?" এই বলিয়া সম্মুখেরদিকে চাহিয়া দেখিল। দৃষ্টিপাত মাত্রেই নিজ কান্তার কথা যথার্থ দেখিল। সত্য সত্যই

একটী হাঁড়ী যেনো জলের ঢেউয়ের সঙ্গে তাহাদিগের বাটী মধ্যে উপনীত হইয়াছে। দেখিল, হাঁড়ীর আশে পাশে ছিদ্র, আবার মুখটী সরা ঢাকা। ইহার মধ্যে যে জীবিত পদার্থ অবশ্যই আছে, মনোমধ্যে এ ভাব উদিত হইতে কাল বিলম্ব হইল না। নতুবা এরূপ ছিদ্র বিশিষ্ট হইবার আর কি কারণ হইতে পারে। কিয়ৎক্ষণ উহার নিকটে আসিবার অপেক্ষায় রহিল, হাঁড়ী কাছে আসিল না। অধিকক্ষন সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না; নৈসর্গিক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ভজকে উহা সমীপস্থ করণার্থে সযত্ন হইতে হইল। মন, বড় ব্যস্ত হইল। স্ত্রীকে কহিল দেখ, ঐ মাচার উপর বাড়ীগাছা আছে দাওতো। বাড়ী হাতে পাইল। জলে ঢেউ দিয়া ঢেউ দিয়া উহাকে নিকটবর্ত্তী করিল। হঠাৎ সরা খুলিতে সাহস করিতে পারিল না। জানি কি, উহার মধ্যে জীবননাশকর হিংস্র স্বভাব কালান্তক যম উরগ থাকিতে পারে। ভজ খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু স্বভাবকে বশ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল প্রভাবে আবার মন অতিশয় ব্যগ্র হইল। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আবরণটী উন্মোচন করা হইল। খুলিবামাত্র চারি দিক্ এক সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দ্বারা আলোকময় হইয়া উঠিল। ভজ,বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রিয়তমাকে কহিল, দেখ প্রিয়ে! হাঁড়ীর মধ্যে কি

মনোরম অপূর্ব্ব বস্তু রহিয়াছে। দর্শন মাত্রেই মন আনন্দ-রসে পূর্ণ হইয়া উঠে। কৃষক রমণী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, তন্মধ্যে বাল-সূর্য্য-প্রতীম হৃদয়-হারিণী একটী বালিকা, হস্ত পদ সঞ্চালন করিয়া কেলী করিতেছে, দেখিতে পাইল। মনের দ্বার খুলিয়া গেল। কোলে লইতে অণুমাত্রও বিলম্ব করিল না।

আ মরি! কি রূপ মাধুরী! হস্ত পদের তল ভাগ যেন দুধে ও আলতায় মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুখখানিতে তড়িৎ-নিন্দিত-হাসি বিরাজ করিতেছে। চক্ষু দুইটী যেন অবনীর অভিনব ভাব সমুদায় একেবারে দেখিবার নিমিত্ত নিয়ত চঞ্চল ভাবে ঘুরিতেছে। গোলাল গঠন। আহা! কোন্ পাষাণ-চিত্ত ব্যক্তি এই প্রাণ-পুতলী ভাসাইয়া দিয়া আপনার যথার্থ নির্দ্দয়তা সপ্রমাণ করিল! কোন্ জননী, আপনার অঙ্কের আলোক নির্ব্বাণ করিল! আহা! পিতা মাতায় কি ওরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে পারে? বোধ করি কোন দুর্দ্দৈব কারণে এই লোক-ললাম বালারে এরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছে। যাই হউক কৃষক-পরিবার যারপর নাই সুখী হইল। অকস্মাৎ সন্তান-রত্ন লাভ, কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়!

কৃষক-দম্পতি সুখী হইল বটে, কিন্তু ভাবি আপদা-শঙ্কা তাহাদিগের তৎকালীন সুখের অবস্থাকে দারুণ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া তুলিল। বানের হস্ত হইতে কিরূপে উহারে রক্ষা করিবে, কিরূপ যত্নে রাখিলে কোন বিপদ

উঁহার গাত্রস্পর্শ করিতে পারিবে না, তখন তাহাদিগের এই ভাবনা বলবতী হইল। ইতিপূর্ব্বে আপনাদের দুই জনের ভাবনা ছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গিয়া, এই নবাগত শিশুর উদ্বেগে তাহাদের প্রফুল্ল মুখ কমল মলিনতা অবলম্বন করিল। ঐটীর প্রাণ কৃষক-দম্পা-তির বহু মূল্য সম্পত্তি হইল।

কৃষক-পত্নী মেয়েটীকে কোলে লইয়া একখানি পরিষ্কৃত নেক্‌ড়া লইয়া গা ঢাকা দিয়া, উহার শশধর-গঞ্জিত মুখ-মণ্ডলের দিকে অনিমিষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। চক্ষের পলক পড়ে না। পলক পড়ে না কেন? দেখে দেখেও মন পরিতৃপ্ত হয় না, সেইজন্যে আবার দেখ্‌তে হয়। সুতরাং সতৃষ্ণ নয়নে বালার পানে চেয়ে থাক্‌তে বাধ্য হতে হয়। ভদ্র-রমণীর তখনকার মনের আনন্দ সেই, অনুভব করিতে পারে। তাহার সমুদায় চিন্তা দূরীভূত হইল। সে যেন অপহৃত বস্তু পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তদ্রক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা যত্নবতী হইল। তাহার এত আনন্দ হইবার কারণ কি? কোন নিগূঢ় কারণ অবশ্যই আছে। যদি কাহারও সন্তান হইয়া থাকে, এবং তিনি সেই হৃদয়-রত্নকে কালের তুষ্টি-তরে তাহার ডালিতে উপহার দিয়া থাকেন, তবে তিনি ওই সরলা রমণীর অন্তরোদ্ভূত আনন্দ অনুভবে সমর্থ।

এই দম্পতির অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল। কাল কেমন কুটিল দৃষ্টিতে ইহাদের প্রতি চাহিয়াছিল—সেই

জন্য তাহার একটীও রাখে নাই। সন্তান হইলে আপামর সবাই সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু এই নির্ব্বিবাদী পরিবার অপত্যমুখ নিরীক্ষণ মাত্রেই নৈরাশ্য অবলম্বন করিত। মনে করিত এই প্রসূত অপত্য অবিলম্বেই অন্তকান্তরস্থ হইবে। কোনরূপেই জীবিত রহিবে না। বান আসিবার কিছু দিন পূর্ব্বে উহাদিগের একটী কন্যা মারা পড়ে, সুতরাং এই কন্যা যে উহাদের সন্তোষ ও স্নেহের পাত্রী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ভজ-কামিনী. সামান্য কারণে এতাধিক হরষিত হয় নাই। সে যেন তাহার মৃত বালারে, পুনর্জীবিতাবস্থায় আপন করতলস্থ জ্ঞান করিল। প্রহরেক পরে বানের বল কমিয়া যাওয়াতে জল ক্রমশঃ কমিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে বাটীর ভিতরকার সমুদয় সরিয়া গেল। নিঃশেষে নীর নিঃসৃত হওয়াতে ভজ যার পর নাই প্রফুল্ল হইয়া বহির্গমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিল। কেন? সেইজানে। বোধ করি পথ ঘাট শুকাইবার জন্য। তাহাই হইল। নীরদান্তর হইতে অরুণ দেব দিব্য মূর্ত্তি বাহির করিয়া ধরাতলস্থ জীব সকলকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, আকাশের পূর্ব্ব মলিন ভাব বিলুপ্ত হইল। উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া পবন দেবও উগ্র মূর্ত্তি গোপন করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক প্রফুল্লকর শান্ত ভাব পরিগ্রহ করিলেন। ভজহরির মন প্রসারিত ও ভাবনা অন্তরিত সুতরাং স্বকার্য্য সাধনে আসক্তি

জন্মিল। কিন্তু এখনও জলের মলিন ভাব বিলয় পাইল না।

ক্ষণ বিলম্বে বিমর্ষ বদনে ভজ ভবনে প্রত্যাগত হইয়া নিজ পত্নীর নিকটে আসিয়া কহিল. প্রতিবেশীদিগের নিকট দুধ পাওয়া গেল না। দুধ কোথায় পাবে? সমুদয় দেশ বন্যার প্রবল পরাক্রমে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে দিন কোন রূপে তাহার জীবন রক্ষা করিল।

পর দিবস অতি প্রত্যুষে নিশানাথ অস্তগত ও দিবাপতি উদিত হইবার পূর্ব্বে, পক্ষী গণ রব করিয়া ভজকে জাগরিত করিল। সুমন্দ সমীরনে পুলকিত হইয়া ভজ দুধের চেস্টায় বহির্গত হইল। তথা হইতে প্রায় চারি ক্রোশ অন্তর অন্য এক জন-পদ হইতে একটী দুগ্ধবতী ছাগী আনিয়া নিজ কান্যার আনন্দ বর্দ্ধন করিল।

বাল্য লীলা।

ছাগ-দুগ্ধ পানে বালা, দিন দিন পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পিতা মাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দয়তা ভাবে পরিত্যক্তা হইয়াছে অনুমান করিয়া, এবং প্রতিবেশী গণের মত লইয়া কামিনী কুসুমের চণ্ডালিনী নাম রাখা হইল। যদিও কন্যার নাম, তাহার প্রকৃতির একান্ত বিপরীত লক্ষিত হইবে, তত্রাপি বাৎসল্যের খাতিরে উহা একটী

অতি উপাদেয় নাম—যে নাম মানবের হৃদয়-গ্রাহী, আত্মীয়বর্গের পছন্দসই, তাহাই উপাদেয়। আদর করিয়া লোকে পরম রূপবতী কন্যার নাম ভূতি, তনয়ের নাম ভূতো, কালাচাঁদ প্রভৃতি রাখে, নামের নিমিত্ত তাহারা কখনই লোকের নাক মুখ বেঁকান দেখে না। তবে ভজহরির এই নাম-করণটী নিতান্ত চাসাড়ে হয় নাই,—যে চাসাড়ে কথাটি, লোকে হেয় জ্ঞান করে, ঘৃণায় কেমন এক রকম মুখ-ভঙ্গী প্রকাশ করে, সেইরূপ চাসাড়ে নাম হয় নাই। কন্যাটী ক্রমে ক্রমে এমনি আহ্লাদে হয়ে উঠ্‌লো যে তা আর কি বল্‌বো। সদাই হাসি মুখ। কান্না কাকে বলে তা জানে না। ক্ষুধার উদ্রেক্ হইলে কেবল উহার পিতা মাতা মধুর রোদন নিনাদ শ্রবণ করিতে পাইত। যে ক্ষুধার জ্বালায় জগতস্থ জীব পুঞ্জ ব্যাকুলিত হয়ে থাকে, সেই ক্ষুধার আক্রমণেই বালারে কাযেকাযেই কাঁদিতে হইত। কিন্তু তাহার কখনই প্যান্ প্যান্ করিয়া কাঁদা রোগ ছিল না। যে কেহ, কর প্রসারণ করিলেই অমনি তাহার কোলে ঝাঁপিয়া পড়িত। ক্রোড়ান্তরে নিক্ষিপ্ত হইবার সময়ে কোন বিভীষিকাই তাহার অন্তরে স্থান পাইত না। সুতরাং সবাই তাহারে ভালবাসিত। তাহার খেলা, আমোদ, চলন, বলন, দৌড়াদৌড়ি, কোনরূপ অঙ্গ ভঙ্গী যা কিছু, সকলি কৃষক পরিবারের আনন্দ-ব্যঞ্জক। তাহার তৎকালীন মধু-মাখা মা মা ও অন্যান্য

অর্দ্ধস্ফুট কথাগুলি যে কিরূপ আনন্দ বিতরণ করিত তত্রস্থ সকল প্রতিবেশীই তাহার স্বাদ বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিল।

প্রতিবেশীরা অনেক বিষয়ে ভজহরির নিকট উপকৃত ছিল। তজ্জন্য তাহার কোন প্রকার দায় উপস্থিত হইলে,প্রাণ পণ করিয়াও তাহারা উহার উদ্ধার করিতে সযত্ন হইত। এমন কি, ঘোর নিশীথ সময়ে কৃষকের কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে কোন প্রকারে লোকের অপ্রতুল লক্ষিত হইত না। ভজ যদিও সামান্য কৃষক, তত্রাপি তাহার স্বভাব অতি চমৎকার ছিল। সে নিজে বেশ লেখা পড়া জানিত ; পাড়ার অনেক বালকও তাহার নিকট শিক্ষা করিত। তাহাকে দেখিলে সে যে একটী শান্ত-প্রকৃতি মনুষ্য ইহা, আর কাহাকেও জানাইয়া দিতে হইত না। তাহার ভার্য্যাও পতির ন্যায় সদ্‌গুণান্বিতা।

ভজর একটী পাঠশালা ছিল। তত্রত্য বালক বালিকারা সেইখানে অধ্যয়ন করিত। অনেকে এমন মনে করিতে পারেন, “চাসার মেয়ে আবার লেখা পড়া করে?” কিন্তু সেটী তাঁদের কুসংস্কারাপন্ন ভ্রান্তি-সঙ্কুল-চিত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। নতুবা এমন কি অনেক দিন পূর্ব্বে, যখন অনেক পল্লীগ্রামে এক্ষণকার ধরণের মত পাঠশালা স্থাপিত হয় নাই, তৎকালে অনেক বালিকা গুরু মহাশয় দিগের পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষা

করিত দৃস্ট হইয়াছে। সে যাহা হউক ভজ অতিশয় সত্ত্ব ছিল,পরের হিতার্থে সে আত্ম-জীবন বিসর্জ্জনেও কাতর হইত না। বস্তুতঃ প্রাণপণে পরোপকার সাধনে নিয়ত নিরত থাকিত। কোন প্রকার কস্টকর কার্য্য-সংকটে কখনই কাতর হইয়া বিমুখ হইত না; যেরূপে হউক তাহার উদ্ধার করিয়া নিশ্চিন্ত হইত। এত দূর ভদ্র হইয়াও তাহার কিছুমাত্র সুখ ছিল না। যদিও পরোপকার সাধন করিয়া অন্তরে এক প্রকার অভূত-পূর্ব্ব বিমল সন্তোষের সঞ্চার হয়, তত্রাপি শোক শরের সুতীক্ষ্ণ অগ্র ভাগে যাহার হৃদয় নিরন্তর জর্জ্জরীভূত, সে ব্যক্তি কখনই প্রকৃত সুখাধিকারী নয়। তদীয় অন্তর সময় বিশেষে এমন ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিত যে তৎকালে তদীয় মনোগত চিন্তা পর্য্যালোচনে উন্মাদ বলিয়া প্রতিতী জন্মিবার সন্দেহ মাত্র থাকিত না। মনের সন্তোষই প্রকৃত সুখ। তাহা হইতে যে ব্যক্তি বঞ্চিত, তার সুখ কোথায়? শোক-যন্ত্রণা সহ্য করা যাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কৃষকের সুখ, সেই ব্যক্তিই অনুভবে সক্ষম। এক্ষণে এই লোক-ললাম কন্যাটী লাভ করিয়া তাহার ভূত-পূর্ব্ব-শোকের অনেক অপনয়ন হইয়া ছিল। কন্যাটীকে সে সর্ব্বদা কাছে করিয়া রাখিত। কখনই স্থানান্তর করিত না। কিছু বড় হইলে উহাকে লেখা পড়া শিখাইতে তাহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। অভিলাষটী পূর্ণ করিতে দেরিও হইল না।

চণ্ডালিনীর যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, লাবণ্যের সহিত মানসিক বৃত্তিও তত উন্নতি পাইতে লাগিল। তাহার বুদ্ধি অতি প্রখরা, সুতরাং স্বল্প দিন মধ্যে সঙ্গিনী বালিকাদিগের অপেক্ষা তাহার শিক্ষা যে অধিক হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! পিতার অধীত বিদ্যা ক্রমে সকলি তাহার আয়ত্ত হইল। এক্ষণে সে নিজে অনেককে পড়া বলিয়া দিতে লাগিল।

বালা তদীয় পিতা মাতাকে অতিশয় ভক্তি করিত। পাঠশালে পিতার নিকট যেরূপ নীতি শিখিয়াছিল, এক্ষণে তৎসমুদায় কার্য্যে পরিণত করিয়া উপযুক্ত সময়ে রীতিমত পরীক্ষা প্রদান করিয়া কৃষক পরিবারকে শোক-সন্তাপ হইতে বিরত করিল। এই পরীক্ষা প্রদান,—উপদেশমতে ব্যবহার করা। বালার প্রতি কৃষকের বাৎসল্য এরূপ বৃদ্ধি হইল, যে পূর্ব্ব শোক ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল। একবার কৃষক-কান্তার পীড়া হইলে চণ্ডালিনীর মাতৃভক্তির দৃঢ়তর প্রমাণ দৃষ্ট হইয়াছিল। সে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া মাতৃ-শুশ্রূষা করিত তাহা দেখিলে, কখনই তাহারে অল্প বয়স্কা-বালা বলিয়া বোধ হইত না, পক্ষান্তরে জননীর ন্যায় অনুভূত হইত। নিকটবর্ত্তী-জনেরা তাহার এই অনন্য-সাধারণ ক্রিয়া কলাপ সন্দর্শনে, তাহাকে যথার্থই দেবতা জ্ঞান করিয়াছিল। নানাবিধ গুণগ্রাম এই একাধারে সঞ্চিত থাকায়, অন্ধ, খঞ্জ, কুরূপ প্রভৃতি কেহই বালার নিকট

অনাদৃত হইত না ; প্রত্যুত আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইত। সুতরাং তাহার সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইবার বাধা কি। সমবয়স্কা বালিকাদিগের প্রতি তাহার অতিশয় ভালবাসা ছিল। কাহারও পীড়া হইলে বা কেহ কোন প্রকার আপদে পড়িলে সে যথাসাধ্য উপকার করিয়া প্রণয়ের নিদর্শন দেখাইত। সহচরীরাও তাহার গুণে এমনি বিমুগ্ধা হইয়াছিল, যে,সে যখন যাহাকে, যে কর্ম্ম করিতে কহিত, সে তৎক্ষণাৎ অতিশয় আনন্দের সহিত উত্তমরূপে তাহা সম্পাদন করিত ; কোনরূপে কর্ম্ম করণে কাহাকেও অযত্নবতী দৃষ্ট হইত না। সবাই মিলে স্নান করিতে যাওয়া হইত। বালস্বভাব সুলভ চাপল্য বশবর্ত্তী হইয়া জলকেলী করিতে অগ্রসর হইত ; কিন্তু কোনরূপ অপ্রিয়কর কার্য্যে কদাপি নিযুক্ত হইত না। স্নানান্তে যথা সময়ে বাটীতে প্রত্যাগত হইত ; বাল্যকাল এইরূপে ক্রমে ক্রমে গত হইতে লাগিল।

আহার করিবার সময়ে ভজহরি, কন্যাকে, “মা চণ্ডালিনী ! তুমি কোথায় ? আমার কাছে এসো। হাঁ মা ! কৈ আজ আমায় প্রসাদ করিয়া দিলে না ? ” বলিয়া সস্নেহে আহ্বান করিত। আহার করিবার সময়ে বা ভোজনান্তে কৃষক, কন্যাকে আপনার পাতে খাওয়াইয়া দিত, এইটীই মা চণ্ডালিনীর প্রসাদ। পিতার কথা শুনিয়া চণ্ডালিনী অমনি সুমধুর স্বরে, হাসিতে হাসিতে

উত্তর দিত এবং পিতৃ-পার্শ্বে সমুপস্থিত হইয়া, ভদ্দত্ত ভোজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আন্তরিক স্নেহ-মাখান আনন্দ প্রকাশ করিত। তাহার তৎকালিক ভাব কি কমনীয়! মায়ের পাতেও একবার প্রসাদ করা হতো।

চণ্ডালিনী সময়ে সময়ে রন্ধন করিতে অগ্রসর হইত, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে নিবারণ করিত। বালা বারণ শুনিত না; মাতার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইত। সে মাতার কথা না শুনিয়া, তাঁর কাযের দোসর হইতে যাইত বলিয়া, তাহাকে অবাধ্য দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। মাতার কষ্ট দেখিতে পারিত না বলিয়াই তাঁহার কর্ম্মের ভার গ্রহণে অভিলাষিণী হইত। সাংসারিক সমুদায় কর্ম্মই তাহার অভ্যস্ত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে সঙ্গিনী বালিকা ও সঙ্গী বালকদিগের সঙ্গে, আপনারা স্বহস্তে রাঁধিয়া বন-ভোজন করা হইত।

সন্তানকে কর্ম্মক্ষম, সন্তুষ্ট-চিত্ত ও যশস্বী দেখিলে সকল পিতা মাতাই প্রফুল্লান্তর হইয়া থাকেন। কৃষক-দম্পতি তনয়ারে কার্য্যকুশলা, সুশীলা, ও প্রশংসা-পাত্রী দেখিয়া যে অপরিমেয় সন্তোষ-রসপ্লাবিতান্তর হইয়া সুখী হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

বালা, যে ভাসা মেয়ে, তাহা সে জানিত না, এবং এ পর্য্যন্ত উহা, উহাকে কেহই শুনায় নাই। ভজহরি সকলকে এই রহস্য বৃত্তান্ত বালার গোচর করিতে নিবা-

রণ করিয়া দিয়াছিল। কারণ পাছে বালা ভূত-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সন্তাপিত হয়। সুতরাং কন্যার আত্ম বিবরণ জানিবার সম্ভাবনা কি? সে ভজকে জনক ও তৎপত্নীকেই নিজ গর্ভধারিণী বলিয়া জানিত।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

আঁধারে আলোক।

বাল্যলীলা গত হইলে পর, যৌবন-সীমা ক্রমে বালার পদতল-গত হইল। শরীরের সৌন্দর্য্য সময়-গুণে অতি পরিপাটী হইল। একে স্বভাব-সিদ্ধ সেই কমনীয় কান্তি! তায় যৌবন-সঞ্চার; একে শরৎকাল, তায় নীরদ-তিরোহিত নির্ম্মল গগণে পূর্ণ-চন্দ্রোদয়। সুগোল কপোল-যুগল সুচারু চাঁচর চিকণ অলক-দামে যুবজনের মনোহরণের উপকরণ হইয়া উঠিল। বেণী, ফণী-বিনিন্দিত চিক্কণ ও কমনীয়। অধর-শোভা, নব-চূত-পল্লবাগ্রে তরুণ-তপন-রাগ-রঞ্জিত লোহিত হইয়া বিপুল লালিত্য উৎপাদন করিল। সেইবাল-সুলভ চিবুক,কমনীয় কান্তি-

সমাবেশ হেতু যে কি এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিল, মনোমধ্যে অনুভবে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়াযায়। স্মিত-মুখ,—প্রভাতে প্রকাশোন্মুখ পঙ্কজের ন্যায় মধুরতা পরিপূরিত। দর্শন মাত্রে, সরলতা ও ধীরতার আধার বলিয়া বোধ জন্মে। উরুস্থল, বিসারিত ও সময়োচিত, লাবণ্য-সম্বেষ্টিত। সুগোল উরুযুগল কালোচিত, অনুভাবকের মনোমত, সুতরাং তদ্বিষয়ে বাক্য ব্যয় অনাবশ্যক। চরণতল পূর্ব্ব কথিত অলক্তক-রঞ্জিত কিন্তু তদপেক্ষা ঔজ্জ্বল্য গুণোদ্ভাবিত। তদীয় সুকুমার বাহুদ্বয়ের বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম, কারণ যাহার এত সৌন্দর্য্য তাহার পাণিপল্লব যে, সময়োচিত শ্রী-সম্পন্ন, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তদীয় বচন মধুমাখা ও সরলতা পরিপূরিত, কথঞ্চিৎ গম্ভীর—কালোচিত গম্ভীর এবং সরস। বেণু-গঞ্জিত স্বরে মনোমোহিনী উপমা রহিতা।

তরুণ বয়সের প্রারম্ভে কেমন আকস্মিক এক অভাবনীয় অহমিকা আসিয়া যুবক যুবতী কুলের-সরল-হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। এ [illegible], কোথা হইতে আসিয়া জুটে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, সুতরাং স্বভাবিক ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, কিছুতেই ইহার নিবারণ হইতে পারে না। নৈসর্গিক হেতু কোন রূপে অস্তমিত থাকিতেও চায় না এবং সময় গুণে নিজ প্রভাব প্রদশন করিয়া থাকে। সেই নৈসর্গিক তমঃ কি এই সুশীলা

বামার অন্তরে জন্ম গ্রহণ করে নাই? অবশ্যই করিয়াছে। যাহা ব্রহ্মাণ্ডের তরুণ মাত্রেরই সাধারণ বস্তু,তাহা হইতে এ ললনা কখনই বিয়োজিত হইতে পারে না। কিন্তু বামা, সরলতা ও শান্ত স্বভাবে তাহারে বিলক্ষণ রূপে আপন আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার প্রভাবে, সেই অহঙ্কার ভাবে চলন, সেই ভাবে কথা কওয়া, সেই প্রকারে বেড়ান, সেইরূপ কেমন এক রকম অঙ্গ ভঙ্গী— এ সকলি, সরলার ছিল; তাহা না থাকিলে, এ সুশীলার নিন্দা করা হয়। কিন্তু বামা কখনই নিন্দার পাত্রী নয়। সে গুলি, সকলি ছিল এবং তরুণী, সবই বশীভূত করিয়া রাখিয়া ছিল। তাহার এই সমুদায় ভাব সুকুমারতায় পরিপূর্ণ। সুতরাং তেমন স্বভাব অবশ্যই গৌরবাত্মক ও সকল লোকেরই একান্ত প্রীতি-প্রদ তাহার কোন সন্দেহ নাই। বামা, উন্মীলিতাক্ষী হইলেই এক অভূত-পূর্ব্ব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নয়নদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া সমীপস্থ জনগণকে আপ্যায়িত ও বৎসল করিত। নিতম্বিনী আপনার সৌন্দর্য্যে পর-তৃপ্তি-বিধায়িনী, মধুর ভাষিণী—কাযে কাযেই কি ছোট কি বড় সকল লোকেরই আদরিণী। তেমন পীযূষ পূরিত হাসি, সেরূপ গম্ভীর ঈষচ্চঞ্চল মধুময় মূর্ত্তী, তেমন চলন, তেমন নম্র স্বভাব, তেমন সুঠাম জগতীতলে যে একান্ত দুর্ল্লভ, এমন বলা যাইতে পারে না, কিন্তু একাধারে অত গুণ-গ্রাম লক্ষিত হওয়াও

সুদূরপরাহত। নয়নের চটুলতার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জার আধিক্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারেই নবযৌবন ঘোষণার অপহ্নব রহিল না। সুতরাং হৃদয়ে প্রণয়াঙ্কুর উৎপন্ন হইবার আর বিলম্ব ও রহিল না। সংসারে, যখন যার অধিকার কাল নির্ণীত আছে, সে কাহারও উপরোধ রক্ষা না করিয়া স্বকর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়রূপে রত হইয়া তখনই আপন প্রভাব প্রকাশ করিবেই করিবে; তাহাতে কাহারই প্রতিবাদী হইবার যো নাই। গ্রীষ্ম ঋতুর পরেই বর্ষার সঞ্চার হয়, প্রাবিট্ বিগমে শরতের আবির্ভাব, তাহার অত্যয়ে হিমন্ত সামন্ত সহ সমুপস্থিত; হিমন্তের অবনতির পরেই, শিশিরের বিলক্ষণ প্রভাব; শীতান্তে, সর্ব্বজন মনোহারী বসন্তের সমাগম হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারের গতিরোধে কাহারই হাসী হইবার যো নাই। নিদাঘের দুঃসহ গ্রীষ্ম হইতে কাহারই পার পাইবার যো নাই, বর্ষার বর্ষণ হইতেও কোন জীব স্বাতন্ত্র্য লাভে সক্ষম হয় না। শরতের সুখেও কেহই প্রতারিত হয় না; হিমন্তের হিমানী সবাইকে সহিতে হয়। শীতের আক্রমণেও সকলকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হয়, বাসন্ত-সৌন্দর্য্যও সকলের মনের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। কাযে কাযেই যৌবনের সঞ্চারোপক্রমে প্রণয়াঙ্কুর, নব যুবক যুবতীর কোমল উর্ব্বর অন্তর-ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি!

এবং হাজার ধৈর্য্যশালী বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেও তমতাবলম্বী হইয়া জগতস্থ জীব মাত্রকেই জীবনাতিপাত করিতেই হইবে, কোনরূপে তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই সময়ে এক দিন ভজহরি কি কাযের নিমিত্ত গ্রামান্তরে গমন করিয়াছে দেখিয়া, সঙ্গিনী বালিকারা বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করায়, চণ্ডালিনী কোন ক্রমে তাহাদের উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া, মাতাকে বলিয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করিল। সহচরীগণ মাঝে বালার কি অপরিসীম শোভা হইল! যেন তারকা নিকর পরিবেষ্টিত চন্দ্রমা ধরাতলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। একে বৈকাল বেলা, তায় বাসন্তানিলের সুমন্দ আগমন.যে শৈত্য,ভুবনের যাবতীয় জীবের প্রীতি উৎপাদনে বিলক্ষণ সক্ষম, তাহা যে এই সরল স্বভাবা বালাদিগের মন বিকশিত করণে অপারগ হইবে, কথনই এরূপ সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না। সকলে প্রফুল্লাননে আপনাদিগের সম্মুখ ভাগেই চলিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় যে যাইতেছে, সে দিকে কেহই মনোযোগ করিতেছে না। পরস্পর নানা বিষয়ে গল্প করিতে করিতে আপনার মনে দিগ্বিদিক পরিজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া চলিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে পর একটী বনপ্রদেশ তাহাদের গম্য পথ রোধ করিল। হঠাৎ বন

দেখিয়া সবাই ভীত ও উদ্বেগাকুলিত হইল। মনে এক অভূত-পূর্ব্ব বিভীষিকা সমুপস্থিত হইবায়, সবাই কেমন এক রকম—পুত্তলিকাপ্রায় প্রতীয়মানা! কি করে অবাক্! মুখে কথাটী নাই। সে আমোদের গল্প নাই—যে গল্পে বিমোহিত হইয়া, শবর-বংশীরব-মোহিত কুরঙ্গিনীর দশা ঘটিয়া এরূপ অন্যমনস্কা হইয়া ছিল, সে গল্প ঘুচে গেল। বিষম দায়! এদিকে সূর্য্য স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া অস্তগত হইলেন; ধরা ক্রমে ক্রমে অন্ধকারাবৃত হইবাতে নীল বসনাচ্ছাদিত রমণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বালাদের অলক্ষ্যে তারা-রত্নও গোধূলি ললাটের রুচি বিস্তার করিল। বনের ধারে অবাক্ হইয়া সকলে নিষ্ক্র-মণের উপায় ভাবিতেছে, এমন সময়ে ভীষণাকার এক দল বন্য মহিষ তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া, তাহাদিগে-রই দিকে আসিতেছে, দেখিতে পাইল। দৃষ্টি-মাত্রেই সকলের নীলোৎপল-নিন্দিত নয়ন গুলি অশ্রু-নীরে ভাসিতে লাগিল। এই রোদনও বালা দিগের শোভার সৌন্দর্য্য-সাধনে বিমুখ নহে; অর্থাৎ তাহা-দের এ অবস্থাও কান্তিবিকাশক। এখন কেহই স্থির ভাবে থাকিতে পারিল না; দল-ভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন পরায়ণ হইবায়, কে যে কোথায় গেল, তাহা-দের মধ্যে কেহই তাহা জানিতে পারিল না; কেবল লেখকই তাহা জানিতে পারেন এবং পাঠান্তে ভাবুকের

অন্তরেও উহাদিগের আভাস, সরোবর-তীর-জাত তরু লতার তচ্ছরসী-নীর-নিপতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিফলিত হইবে ; যদি তেমন ভাবে দেখেন।

চণ্ডালিনী, চপলা নামক আর একটী তরুণীর সহিত ঘোরারণ্যে নিপতিত হইয়াছিল। চপলা, চণ্ডালিনীর নিতান্ত প্রিয়পাত্রী, উভয়ে, উভয়ের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। অতটা প্রণয় আর কারো সঙ্গে নয়। ভাগ্য ক্রমে উভয়েই এক স্থানে ছিল। এটীও ভাসা মেয়ে। এরা উভয়েই আত্মবিবরণ জানিত না। কিন্তু দু জনেই এক সময়ে ভেসে আসে। চপলার ভাসিবার কথা কতক মনে ছিল ; কেননা পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে তাহার এই দশা ঘটে। একখানি কাষ্ঠ-ফলক অবলম্বনে নানা প্রকার কষ্ট, জলের তরঙ্গের আঘাত-প্রতিঘাত, বায়ুর তাড়না প্রভৃতি দৈব উৎপাত সহ্য করিয়া সে,ঐ প্রদেশে উপনীতা হয়। তৎকালে তাহার শরীরে সাড় মাত্র ছিল না। নানা প্রকার তাপ সেঁক পাইয়া জীবিত লক্ষিত হয়। বালা আপনার বিবরণ জানিবার জন্য সর্ব্বদা কৌতূহল প্রকাশ করিত, কিন্তু কেহই তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিত না, সুতরাং তাহাকে সর্ব্বদাই খিদ্যমান হইয়া অবস্থিতি করিতে হইত। কেবল চণ্ডালিনীর সঙ্গে বড় ভাব—দু জনে গলাগলি ভাব। তাহাতে তার সঙ্গে যত মনের দুখের সুখের কথা বলা হইত। দুজনের মধ্যে প্রায় কেহ

কাহারই কাছ ছাড়া হইয়া থাকিত না। তাহাদের এইরূপ অবিচলিত প্রণয়-বন্ধন দর্শনে কৃষক ও তৎপত্নী, চপলাকেও আপনার তনয়ার ন্যায় স্নেহ-নেত্রে দর্শন করিত।

এ দিকে রজনী ঘোর হইয়া আসিল। সঙ্গে কেহ নাই, চারিদিকে বন্য জন্তু সকল অতি ভীষণ রব করিতেছে শুনিয়া চণ্ডালিনী অতিশয় ভীতা হইয়া চপলার গলা জড়াইয়া ধরিবাতে, চপলা নানা প্রকার আশ্বাস বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহার ভয় ভঞ্জনে যত্ন-বতী হইল, কিন্তু সহসা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, কারণ শঙ্কা তৎকালে উভয়েরই অন্তর আক্রমণ করিয়াছিল। সঙ্গিনীদিগের অসাক্ষাৎও তাহাদিগের বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। কে, কোথায় যে গেল, এত ক্ষণও তাহার কিছুই নির্ণীত হইল না। কে বা তাহাদের তত্ত্ব লয়? ক্ষণ পরে চণ্ডালিনী চপলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাই চপলা! মা, কত দুঃখ করিতেছেন, বাবা অনেক খুঁজিতেছেন, কিন্তু আমরা যে এই গভীর অরণ্যে আসিয়া কোন আত্মীয়কে দেখিতে না পাইয়া রোদন করিতেছি, ইহা কেহই জানিতে পারিতেছেন না। ভাই! এখন আমাদের উপায় কি?" বলিয়া রোদন পরায়ণা হইল। দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। চপলা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োধিকা থাকায়, আপনার শঙ্কা-ভাব গোপন করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তদীয় চিবুক

ধারণ করিয়া কহিল, “ভয় কি ভাই? তুমি অমন কর্চ্চো কেন? আজ আমরা যে কোন রূপে এই খানে থাকিয়া, কালি প্রাতঃকালে বাড়ী যাইব। তুমি ভাই বড় পাগল, ছি ভাই! অল্পেতে কেঁদে ফ্যালা তোমার মত তরুণীর উচিত হয় না।” এ কথা শুনিয়া পুণ্ডরীকাননার আনন আবার অশ্রু স্রোতে ভাসিতে লাগিল। চপলা কহিল “কেঁদনা ভাই? ছি ছি! বিপদ্ কালে ধৈর্য্যহীন হওয়া কি ভাল?” আশ্বাস বাক্যে তরুণীর মন পূর্ব্বাপেক্ষা শান্তভাব অবলম্বন করিল।

বড় অন্ধকার চারি দিক্ আঁধারে ঢেকে গিয়াছে। বনের মধ্য স্থান হইতে একটী আলোক তাহাদের নেত্র-পথে নিপতিত হইল। আলোক বিলোকনে চণ্ডালিনীর আতঙ্ক কথঞ্চিৎ অপসারিত হওয়ায়, অন্তরে আনন্দ প্রদর্শক সাহস-সঞ্চার হইল। চপলাকে কহিল, “ভাই চপলা! ওই দেখ আলোক দেখা যাইতেছে! চল, আমরা ওই খানে যাই? কি বল? বোধ হইতেছে যেন প্রদীপ জ্বলিতেছে। ওখানে গেলে অবশ্যই কোন না কোন মনুষ্যের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা কি বল যাবে?” চপলা, চণ্ডালিনীর প্রীতি-উৎপাদনের উপায় চিন্তনে আসক্ত ছিল, এক্ষণে তদীয় বদন-নিঃসৃত বচনাবলী শ্রবণ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়া, তাহার মতে সম্মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দু জনে বরাবর আলোক ধরিয়া গমন করিতে লাগিল। আলোর নিকটে যাই-

যায় বড় দেরি নাই, একটী উচ্চ ভূমির উপর প্রদীপ নয়, কাষ্ঠ জ্বালাইয়া দুই সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া গেল। উহারা বসিয়া কি করিতেছে? হোম করিতেছে। ওই হোম করার কারণ আছে। তাহা পরে প্রতীতি হইবে। বালিকাদ্বয় সশঙ্কহৃদয়ে উহাদের সমীপস্থ হইয়া দেখিল, সন্ন্যাসীরা মুদ্রিত নয়নে ধ্যানাসক্ত। তাহারা তথায় উপস্থিত ইহবা মাত্র যোগীদের ধ্যান শেষ হইল। এবং বালারাও যত্নের সহিত আদৃতা হইল। এক যোগী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথা হইতে এই নির্জ্জন অরণ্যে আসিলে? এত শঙ্কিত দেখিতেছি কেন?" চপলা আপনাদিগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ব্যক্ত করিল। ইত্যবসরে সেই ঢিপার পার্শ্বে দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায়, অসংখ্য নর কপাল, চপলার নয়ন গোচর হইল। এক্ষণে, লোক-সমাগম-পরিশূন্য পূর্ব্ব অরণ্য-অন্তর ইহাপেক্ষা শঙ্কা-বিহীন বলিয়া, তাহাদিগের হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল। চপলা, পাছে প্রিয় সখীর মন ব্যাকুলিত হয়, এই জন্য আপনার আতঙ্ক-ভাব গোপন করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ আলোক দর্শন, তাহাদিগের ভাগ্যে যে শলভের আলোকালাপ, তাহার হৃদয়ে ইহা সুস্পষ্ট রূপে উদিত হইতে বিলম্ব হইল না। চণ্ডালিনী পূর্ব্ব হইতেই নিস্তব্ধ ভাবে ছিল, এখনও সেই ভাব, এবং পাশবাদ্ধা বন-সুন্দরীর অবস্থা

প্রাপ্তির ন্যায় সশঙ্ক দৃষ্টি-বিক্ষেপে অবস্থান, এও এক ভাব। এটী শঙ্কাসমাক্রান্ত চেতার স্বাভাবিক আতঙ্ক-জ্ঞাপক ভাব। যাহা মানব মাত্রেরই আবশ্যম্ভাবী ভাব, এ সেই ভাব।

ভ্রাতৃ মিলন।

সন্ন্যাসীদ্বয়ের মধ্যে যে এতক্ষণ একটী মাত্র কথা কয় নাই, চুপ করিয়া বালিকা যুগলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে কহিল, "বাছারা! তোমরা এই নিকটবর্ত্তী নদীতে স্নান করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া আইস। নতুবা এখানে থাকিতে পাইবে না, বিষম অনর্থ ঘটিবে।" চণ্ডালিনী তখনও মৌনভাবে অবস্থিতি করিতে ছিল, সহসা রাত্রিকালে অবগাহনের কারণ পরিজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া, কিছু বলিতে মানস করিয়া বলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কহিতে পারিল না। কণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ হওয়ায় হৃদ্গত ভাব, অন্তরেই বিলীন হইয়া গেল এবং চপলাকে অবগাহন মানসে অগ্রসর দেখিয়া অগত্যা তাহার অনুগামিনী হইল। নর-কপাল-মালার পরিদর্শন, যে চণ্ডালিনীর ভাবান্তরের কারণ, তদ্বিষয় আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

চপলা গমনোদ্যতা হইয়া সেই ভিক্ষুকে কহিল, "প্রভো! আমরা জলাশয় জানি না, দেখাইয়া দিন"

স্নান করিয়া আসিতেছি।" সন্ন্যাসী কহিল "দেখ তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিতে হইবে না, এই পথ ধরিয়া যাও, এই মাত্র আমাদের দুইটী বালক চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রকান্ত স্নান করিতে গিয়াছে, পথে তাহাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হইবে।" এই বলিয়া দক্ষিণ দিগস্থ একটী দুর্গম পথ দেখাইয়া দিল।

তৎকথিত ও দর্শিত পথ ধরিয়া তাহারা বরাবর দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে করিতে তরুণারুণ প্রতীম দুইটী যুবক নেত্র-গোচর করিল। ভাবিল এরাই বুঝি সন্ন্যাসী কথিত লোক। বালারাও তরুণ যুগলের দর্শন পথে প্রতিষ্ঠিতা হইল।

তরুণেরা অকস্মাৎ বিদ্যুতাকৃতি, মনোরমা দুই কামিনী-রত্ন পর্য্যবলোকনে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে করিতে, বামারা নিকটস্থ হইলে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "হে মৃগ-লোচনা যুগল! তোমরা এই অন্ধকার রজনীতে কোথা হইতে এই হিংস্র জীব-সংকুল অটবীতে আসিতেছ? তোমাদিগকে দেখিয়া আমাদের অন্তঃকরণে বিষম শঙ্কার আবির্ভাব হইয়াছে।" এ স্থলে এমন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, "অন্ধকার রাত্রিতে দূর, হইতে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে কিরূপে দৃষ্টায়ত্ত করিল?" উত্তর আপনা হইতে হইবে, যুবকদ্বয়ের হস্তে আলো ছিল। তাহা না থাকিলে দূর-লক্ষ্য, দুর্লক্ষ্য হইবার,

বিলক্ষণ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, এবং নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। বালারা সমীপস্থ হইলে, তরুণ বয়সের যে ভাবে যুবক-যুবতী দিগকে সচঞ্চল করে, তাহাদের পরস্পারের মনে সে ভাবের আভাসও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এক অভাবনীয় সৌভ্রাত্র স্নেহে সকলেরই হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া উঠাতে, প্রথমতঃ কেহই কিছু বলিতে পারিল না। বালারা কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল চণ্ডালিনীর নয়ন যুগল অশ্রু বিগলিত করিয়া তাহাদের অন্তরের যে ভাব প্রকাশ করিল, চন্দ্রপ্রভা তাহতেই তাহাদের হৃদ্‌গত ভাব পরিজ্ঞানে সক্ষম হইল।

চন্দ্রকান্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে চপলার দিকে চাহিয়া ছিল, এক্ষণে হঠাৎ তাহার মনে এক অভাবনীয় পুলক সঞ্চার হওয়ায়, চন্দ্রপ্রভাকে কহিল, "দাদা! এরা আমাদেয় কোন আপনার জন না হইয়া যায় না। কেন যে, আমার মন এমন হচ্চে, তার কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।" চপলা অনেক ক্ষণের পর উহাদিগকে আপনার অগ্রজ অনুমান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রকান্ত আর অবিচলিত রূপে থাকিতে না পারিয়া, কহিল "দাদা! এ আমাদের ভগিনী সেই চপলা। আমার মনে যেন কে কহিয়া দিতেছে, এবং আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, এরা আমাদের দুই সহোদরা, কিন্তু অপরটীকে কোন রূপে চিনিতে

পারিতেছি না।” চন্দ্রপ্রভা কহিল “ভাই! তুমি ঠিক ঠাহরিয়াছ। এ আমাদের সেই চপলাই বটে।” “ভগিনী চপলে! আমাদিগকে তোমার মনে পড়ে?” চপলা কতক কতক চিনিতে পারিয়া ছিল। চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল “হাঁ চিনিতে পারিয়াছি” তৎপরে আপনাদের সঙ্গিনীবিয়োজিতাবস্থা বর্ণনা করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিল। চণ্ডালিনীকে কেহই চিনিতে পারিল না। সরলা বালা কাহারই পরিচয়পাত্রী হইতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। পরে চন্দ্র প্রভা, চন্দ্রকান্তকে কহিল, “ভাই চন্দ্রকান্ত! যৎকালে জঙ্গলা জাতিরা আমাদিগকে আক্রমণ করে, যে সময়ে বান উঠিয়া সমুদায় দেশ জলময় হইয়া যায়, মাতার নিকট শুনিয়া ছিলাম, আমাদিগের সর্ব্ব কনিষ্ঠা সহোদরাকে, বিপক্ষ ভয়ে সেই সময়ে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আরও কহিয়াছিলেন, তাহার কপালের মধ্যভাগে তিল চিহ্ন আছে। দেখ এই অপরটীর কপালে তিল চিহ্ন সুপ্রকাশিত থাকিয়া আমাদিগের জননীর কথা সপ্রমাণ করিতেছে এবং ইহার অবয়বে ও জননীর গঠনে ঠিক একরূপ।· চপলার শরীরের সঙ্গেও ইহার দেহের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য সুলক্ষিত হইতেছে। চন্দ্রকান্ত কহিল “দাদা! বাবাও আমাকে একবার কহিয়া ছিলেন, চন্দ্রকান্ত! তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বর্ণ ঠিক তোমার মত। আমরা সেইটীকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। তা দাদা! অতি

শৈশবে জনক জননী পরিত্যক্তা আমাদের স্নেহ-পাত্রী অনুজা ভগিনী যে এই, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এবং আমাদের পরস্পরের আকারগত ও বর্ণগত লক্ষণ সন্দর্শনে কেহই ইহাকে ভিন্ন বলিয়া কখনই অনুমান করিতে পারিবে না। এবং অন্য কেহ হইলেই বা আমাদের মন এর জন্য এত ব্যাকুল হইবে কেন? মন, এরে ভালবাসিবার জন্য কেন ধাবিত হইতেছে?"

চপলা কহিল, "দাদা! আমি প্রায়ই মনে করিতাম এটি আমার ভগিনী না হইয়া যায় না। আমাদের দুজনে বড় ভাব, সর্ব্বদা একত্রে অবস্থান করিতাম, তাহাতে কেহই আমাদিগকে বিভিন্ন উদরজাতা বলিয়া অনুমান করিতে পারিত না।" চপলা ঠিক কথাই কহিয়াছে। কারণ স্বভাবের, বিরুদ্ধভাব হওয়া কখনই সহজ ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এই চারিটি সন্তান এক উদর খনির অমূল্য সম্পত্তি। যাহা হউক কৃষকদিগের নিকট গিয়া জানিলেই সবিশেষ অবগত হইতে পারা যাইবে।

আমাদিগের অনেক বিলম্ব হইতেছে বলিয়া চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকান্তকে সত্বর হইতে কিহিল। অনেক ক্ষণ আসা হইয়াছে আবার তারা কছু মনে করি পারে অতএব বিলম্ব করা বিহিত নয়। চপলা কহিল "দাদা তোমরা একটুকু দাঁড়াও আমরা স্নান করিয়া লই" বলিয়া স্নান করিতে স্রোতস্বতী জলে গমন করিল। ভ্রাতৃ যুগল পুলিনে পদ-চারণ করিতে লাগিল।

বিপদ্‌কালে ভ্রাতৃ-মিলনে পরম সৌভাগ্য সঞ্চার বলিতে হইবে। চির-বিয়োজিত ও অজানিত সহোদর-সাক্ষাৎকার লাভে কৃষক-পালিতা বালার মনে, যে কেমন এক রকম অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় সুখ-সঞ্চার হইল, তাহা অনুভব করিলেও আনন্দ উদ্ভূত হইয়া থাকে। যাহার কখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে সে ব্যক্তিও এই বালার সুখে সম্যক্‌ অধিকারী। আর কেহ কদাচ তত সন্তোষ লাভ করিতে পারে না।

আহ্লাদে বিঘ্ন সঞ্চার।

স্নানান্তে সকলে সন্ন্যাসি-সকাশে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। চপলা, তাহাদের ভাব দেখিয়া বিষম শঙ্কিত ও বিমর্ষ হইয়া চুপ-করিয়া অধোবদনে নানা চিন্তা করিতে লাগিল। চণ্ডালিনীর পূর্ব্ব শঙ্কা ক্রমে ক্রমে বল-প্রকাশ করায় ধৈর্য্য-চ্যুত হইবার পূর্ব্ব-লক্ষণ হইল। সহোদরদ্বয়ের মনও সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান, সুতরাং বদন-জ্যোতিঃ মলিনভাবসমাক্রান্ত হইবে, আশ্চর্য্য কি? তাহাদিগের এই বিভীষিকা বস্তুতঃ অনৃত নয়। ঐ ভিক্ষুদ্বয় পূর্ব্ব-কথিত জঙ্গলা জাতি। উহারা চন্দ্রপ্রভার পিতার দারুণ বিদ্বেষী। কোন একটী অভাবনীয় ঘটনা ক্রমে তাহাদের মনে দুর্দ্ধর্ষ বৈরীভাবের উদ্রেক্‌ হইয়াছিল

এবং সেই ভাববশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ বিগর্হিত কার্য্য-পরম্পরার অনুষ্ঠানে আপনাদিগের আত্মাকে বিষম কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। এবং এখনও অন্তরোৎপন্ন বিরস ভাবের অপনয়ন করিতে পারে নাই। সেই হেতু এই বংশ, যাহাতে সমূলে উন্মূলিত হইয়া অবনী-গর্ভে নিহিত হয়, তচ্চেষ্টায় নিয়ত আত্ম-চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনস্কামনা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিতে পারে নাই। উহাদের অভিলষিত সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় নাই বটে, কিন্তু এই চারিটী ব্যতীত বিপক্ষ পক্ষের আর কেহ জীবিত নাই। তবে এক প্রকারে প্রায় পূর্ণ-মনোরথ বলিতে হইবে।

ইতি পূর্ব্বে যে সকল নর-কপাল-মালা চপলা ও চণ্ডালিনীর চিত্তে শঙ্কা উৎপাদন করিয়াছিল, সে সমুদায় তাহাদের দায়াদ-গণের তুণ্ড। এক্ষণে এই শিরচতুষ্টয় দেহ-চ্যুত করিতে পারিলেই তাহাদের মানস সিদ্ধ হয়।

নিশিতে স্নানের কারণ আর পাঠকবর্গকে জানাইয়া দিতে হইবেক না এবং ঐ হোমাগ্নিপরিশোভিত মৃত্তিকা স্তূপ সন্তান চতুষ্টয়ের শয়নাগার, কিন্তু [illegible] এই নৃশংসাচারে তাহাদের রতি হইল না। বোধ করি একেবারে বাঞ্ছিত-লাভে সক্ষম হইবে বিবেচনা করিয়া সহসা কার্য্য সাধনে নিরস্ত হইল। যদিও তরুণ যুগল অদ্যই শমন-সদন সন্দর্শন করিত এরূপ অবধারিত হইয়া

ছিল, তত্রাচ একেবারে বিপক্ষ-মূল উৎপাটিত হইবার আমোদে, তাহারা, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সবাইকে নিকটস্থ কুটীর মধ্যে অন্নপাক করিয়া খাইবার নিমিত্ত অনুমতি করিল। অনুমতি এক প্রকার প্রতিপালিত হইল। পরে, পত্রশয্যা প্রস্তুত করিয়া যেরূপ সুখে তাহাদের নিদ্রা কাল অতিবাহিত হইল, তাহা অস্বাভাবিক, সকল লোকের ভাগ্যে ঘটে না। ফলে এই শর্ব্বরী তাহাদিগের কাল রাত্রি।

তৃতীয় তরঙ্গ।

অপর সমাচার।

চণ্ডালিনী বন-বিহারিণী হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে প্রিয়-দর্শন নামক এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় তরুণ-বরের নয়নে নিপতিতা হইয়া ছিল। প্রিয়-দর্শন এ নাম, বাস্তবিক প্রিয়-দর্শন হেতুই প্রদত্ত হইয়া ছিল। বিধাতার তুলিকা নির্ম্মল ও প্রশান্ত ভাবে এরূপ রূপরাশি ও গঠন-সৌষ্ঠব আলিখিত করিয়া আপনার সৌন্দর্য্য-নৈপুণ্য প্রকাশ

করিয়াছে। উন্নত-সুপ্রশস্ত ললাট, সুবঙ্কিম শরাসন উপমিত ভ্রূ যুগল—নিবিড় সূক্ষ্মতর নবীন ক্ষুদ্র-লোমাবৃত। সুস্নিগ্ধ নয়ন সঞ্চালন, দর্শনে পুলক সঞ্চার হয়। সুবিশাল আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়, কিন্তু যাহাতে পুণ্ডরীক বদনের যথার্থ চারুতা সমাবেশ হয়, এমন মনোরঞ্জন নয়ন-তৃপ্তিকর নেত্র, যেন ভেসে ভেসে বেড়াইতেছে, যাহার চটুলতা সরোবরস্থ পবনাসক্ত তরঙ্গাকুলিত সুনীল ইন্দীবর সদৃশ মাধুর্য্য-সম্পন্ন। নাসিকা—সেই সুললিত আননের যথার্থ রুচি রঞ্জক। গণ্ডস্থল সুগোল—কোন কারণে হাস্য সঞ্চার হইলে দুই কমনীয় কপোল কিঞ্চিৎ গহ্বরাকার ধারণ করে, এটী স্বাভাবিক। ওষ্ঠাধর গোলাবদাম সম শ্বেত-লোহিত বর্ণ সংমিলিত। ওষ্ঠের উপরিভাগ অতি সূক্ষ্ম নিতান্ত বিরল অথবা একান্ত নিবিড় নয়, এমন কোমল কৃষ্ণবর্ণ লোমাবলী, বিকচ নলিনে একত্র ভ্রমর সমাবেশ, অথবা শশাঙ্কে কলঙ্ক-লক্ষণ। যখন সেই বদনে ঈষৎ হাসি দৃষ্টি করা যায়, তখন সেই প্রত্যূষ-শতদলোপম আনন, কি এক মনোহর কান্তি পরিগ্রহ করিয়া দর্শকের অন্তরে পুলক বিতরণ করে! গ্রীবা ঈষৎ বক্র,—অনতুমেয়, লক্ষণ স্থূল অথবা নিতান্ত ক্ষীণ নহে; সিংহগ্রীব, সে কথার কথা, বাস্তবিক হরির ন্যায় গ্রীবা নহে; কিন্তু প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায়। বিস্ফারিত বক্ষঃ দেখিয়া প্রকৃত বীর পুরুষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বাহুদ্বয়, শূরোচিত

দল-বিকাশক। করতল শ্বেতলোহিত। কটি ক্ষীণ; তত তনু নয় যে দেখা যায় না। উরু যুগল সুগোল সুঠাম। কর্ণ, নিদাঘ-জনক চম্পক দামোপমিত হৃদয়-হারী। ফলতঃ সর্ব্ব প্রকারে চণ্ডালিনীর প্রেম সংস্থাপনের যথোপযুক্ত পাত্র।

এই সমুদায় কমনীয় কান্তির একত্র সমাবেশ দৃষ্টি মাত্রেই মানব মাত্রের মনে, কেমন এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গনাকুলের মধ্যে সকলেই যে, এই বিমল লাবণ্য-সলিলে একান্ত নিমগ্ন হইয়া যায়, আর উঠিবার শক্তি থাকে না, এমন কখনই বলা যাইতে পারে না। সৌন্দর্য্য সকলের সন্তোষকর সন্দেহ নাই, এবং উহাকে জগতের যাবতীয় লোকেই ভালবাসিয়া থাকে। কিন্তু আবার মানব মাত্রেরই রুচি ভিন্ন, ভিন্ন সুতরাং এই রুচি যে কামিনী মাত্রেরই প্রেম-বন্ধনের সমযোগ্য হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। আরও, ইহা যে সতীর সতীত্ব-রত্ন অপহরণের উপকরণ, কখনই এ বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান দান করা যাইতে পারে না। কিন্তু এই রূপাতিশয় সকলেরই স্নেহ-পাত্র অবশ্যই হইতে পারে। অনেকে এমন কথা বলিতে পারেন ও অনেকে বলিয়াও থাকেন; এবং অনেকে এই সংস্কারকে মনোমধ্যে দৃঢ়ীকৃত করিয়া রাখিতেও পারেন যে, মনোহর রূপে সকলেই অনঙ্গ-শরে জর্জ্জরিতাঙ্গ হয়। এই মতের পোষকতার জন্য বিশ্বা-

মিত্র, পরাশর, প্রভৃতির মুনিগণেরও নামোল্লেখ করিয়া থাকেন। সেটী তাঁহাদের আন্তরিক ভ্রম-জনিত মতি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্য-ভালবাসা, সকল মনেরই স্বভাব বটে, কিন্তু প্রেমবন্ধন-জনিত ভালবাসার ভাব স্বতন্ত্র প্রকার। নবীন যুবক-যুবতী দিগের পরস্পরের দর্শনে, পরস্পর এক প্রকার সলজ্জ ভাবাক্রান্ত হইয়া থাকে, যে ভাব স্বভাব-সিদ্ধ, এবং সকলের হৃদয়ে চির-জাগ্রতাবস্থায় অবস্থিত। কোনরূপেই যাহার অন্যথাভাবের অভাবের সম্ভাবনা নাই; সেই ভাবান্তর কখনই হৃদি-সংলগ্ন প্রেম-পাশ বন্ধনাভিলাষ-জনিত নহে। তাহাতে সকলকে কখনই বিকলেন্দ্রিয় ও অবশ করে না। এরূপ অপসিদ্ধান্তকে মনোমধ্যে স্থান দান করা, কখনই বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তির মত নহে; এবং কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিরও কর্ত্তব্য নয়। দর্শন মাত্রেই যে স্মরদশা সমুপস্থিত হয়, অজ্ঞানদিগের কলুষিত-চিত্তের অভ্যন্তর হইতে এ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে; এবং তাহারাই এতদ্বিষয়ে মত প্রদান করে। দর্শন-লালসা বলবতী হেতু অনেকে এরূপ রূপরাশি সন্দর্শনে রত হয় বটে, কিন্তু কখনই বিরুদ্ধ ভাবাক্রান্ত নহে।

যাহাদের চিত্ত পরযোষিতে বা পরপুরুষে সদা সংমিলিত হইয়া কলুষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারাই উল্লিখিত দূষ্য মতের পোষকতায় সম্মতি দেয় এবং মনে এই স্থির সিদ্ধান্তকে যত্নের সহিত রক্ষা করে; তাহাদের

চিত্ত নিরন্তর কলুষাক্রান্ত থাকাতে এমনি বিগড়িয়া গিয়াছে যে, জগতের মধ্যে সকল রমণীই স্খলিত-মনা ও নরমাত্রেই অস্থিরচেতা বিবেচনা করে। ইহা তাহাদের চির-কলুষভ্রান্ত ভ্রমাত্মক বুদ্ধি-বিশোধিত মত। সদা অসৎ সংসর্গে সহবাস হেতু তাহাদের অন্তর জগতের বার হইয়া গিয়াছে, এবং ঐ সঙ্গদোষেই তাহাদিগের নয়নে যত কুদৃষ্টান্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। চখে একটিও সত্ দেখিতে পায় না। যাহাদের মন খোলা ভাল সহবতে যাহাদের মন অবিকৃত, তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের অনেকের স্বভাব ভাল দেখে, কিন্তু সকলের নয়।

সে যাহাহউক চণ্ডালিনী আপন চিত্তচাপল্য নিরাকরণের প্রকৃত উপকরণ সন্দর্শন করিয়াছিল; তাহার যেমন ভুবন-ভুলান রূপ, প্রিয়দর্শন কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তদীয় সুকুমার কপোল, বিমল বদন-দ্যুতি, তাহাতে চপলা সদৃশ হাসির রুচি অবলোকনে সরলার মন গলিয়া গিয়াছিল। প্রিয়দর্শনও চণ্ডালিনীর মুখ-পদ্মে দোদুল্যমান অলক-ঘটায় শ্বেত কমলবাসী অলিকুলের একত্র সংমিলন বোধ করিয়া যেরূপ অবশাঙ্গ ও অধীর হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। ফলতঃ উভয়ের মনোগত ভাব যে এক প্রকার, প্রণয়ীদিগের তৎকালিক আকার প্রকার অনুভবে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে। প্রণয়-রজ্জু অবকাশ পাইয়া এবং আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমা-

গত বিবেচনা করিয়া দুই তরুণ মনকে দৃঢ়তর রূপে আবদ্ধ করিল। নদীতে স্নান করিতে গিয়া উভয়ের এরূপ অভূতপূর্ব্ব দশা ঘটিয়াছিল। বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া কেহই এ বিষয়ের অণুমাত্রও কাহার নিকটে প্রকাশ করে নাই। ধীরতা প্রযুক্ত ভাবিয়া ছিল অবশ্যই কোন না কোন সময়ে উভয়ে সন্দর্শন সুখে সুখী হইবে। চণ্ডালিনীর বৈকালে বেড়াইতে যাইবার কারণ কি, বোধ করি আব বিবৃত না করিলেও স্বতঃই জানিতে পারা যাইবে।

এই প্রণয়ীদিগের পূর্ব্ব-রাগ বর্ণনের বেশী আবশ্যক বোধ করিলাম না। ভালবাসা যে কেমন জিনিষ, যাঁহারা তাহার কুহকে পড়েছেন, তাঁদের তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে। এই ভালবাসা লইয়াই সংসার। সকল লোকে ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ উন্নতি সাধনে রত রহিয়াছে। এই প্রণয়ের জন্যই পিতা মাতা, পুত্র কন্যার প্রতি; পুত্র কন্যা, জনক জননীর প্রতি; স্বামী, স্ত্রীর প্রতি; ভার্য্যা, ভর্ত্তার উপর; ভ্রাতা ভগিনী, পরস্পরের প্রতি; প্রণয়ী, বন্ধু জনের উপর; প্রতিবেশী প্রতিবেশীর প্রতি; প্রভু ভৃত্যের প্রতি এবং চাকর মনিবের উপর এত অনুরক্ত এবং ইহারই সুদৃঢ় বন্ধনে বিশ্ব সংসার নিয়মিত রূপে চলিতেছে; সমাজ, সুখ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইতেছে; লোকে উপদ্রব শূন্য হইয়া সুখে ও নিরুদ্বেগে নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে নিয়ত নিরত

থাকিয়া স্ব স্ব উদ্দেশ্য সম্পাদনে সক্ষম হইতেছে। ফলতঃ কেবল মনুষ্যে নয়, সকল জীবেই ভালবাসার নিদর্শন পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং এই অভিনব যুবক যুবতী, যে স্ব স্ব উপযুক্ত মনোনীত প্রিয়পাত্র বিলোকনে প্রেমানুরক্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি!

পর দিবস অতি প্রত্যূষে সন্ন্যাসীদ্বয় গাত্রোত্থান করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। যাইবার কালে সন্তান গুলিকে কহিয়া গেল, আমরা সন্ধ্যার মধ্যে প্রত্যাগমন করিব, তোমরা ইতিমধ্যে কোথাও যাইও না। ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে না পাইলে, তোমাদিগের পক্ষে বিষম অমঙ্গল ঘটিবে। সাবধান, দেখিও যেন বাক্যের অন্যথাচরণ না হয়।

কপটিদিগের মনোগত অভিসন্ধি এক্ষণে তাহাদিগের চারি জনের মধ্যে কাহারও অবিদিত রহিল না। বিশেষতঃ বয়োজ্যেষ্ঠতা ও বিজ্ঞতা নিবন্ধন চন্দ্রপ্রভা লোকচরিত-বিজ্ঞানে বিশেষ পটু হইয়াছিল। সে, ভ্রাতা ও ভগিনী দুই জনকে কহিল, "ভাই চন্দ্রকান্ত! ভগিনী চপলে ও চণ্ডালিনি! দুরন্ত অসভ্যদিগের হস্তে আর আমাদের রক্ষা নাই। যদি এই সময়ে আত্মরক্ষার কোন সুবিধা না করা যায়, তাহা হইলে উহাদিগের নিষ্ঠুরাচারে আমাদিগের প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণকার কর্ত্তব্য অবধারণে সযত্ন হওয়া নিতান্ত

বিষেয়! কিন্তু কিরূপে যে এই দুরাত্মাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের জীবিত রক্ষিত হইবে, ভাবিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। পলায়নেরও সুবিধা নাই। যদি উহাদের মধ্যে এক জন আমাদের গন্তব্য পথ রক্ষার্থে নিয়োজিত থাকে, তাহা হইলে তো নিস্তার থাকিবে না।"

চণ্ডালিনী ভয়-বিহ্বলা হইয়া কহিল "দাদা! আমরা কি এই হতভাগাদিগের হাতে প্রাণ দিতে এখানে আসিয়াছি! ওরা কি আমাদিগকে বধ করিবার জন্য কল্য হইতে এত ভদ্রতা প্রদর্শন কচ্ছিল? ছাই ঢাকা আগুনের মত ওদের কাপট্য ভাব জানিতে পারা যাচ্ছে না! কিন্তু দাদা! মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বাতাসে সে ভস্ম যে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রকৃত পদার্থ-প্রদর্শন করায় তাহা কি উহারা বুঝিতে পারিতেছে না। দুষ্ট দিগের অসাধ্য কিছুই নাই! হা পরমেশ্বর! তুমি শেষে কি আমাদের ভাগ্যে এই লিখে ছিলে? দাদা! এখন ওই নর-রাক্ষসেরা কোথায় গেল! ওরা কি আমাদের শমন-সমাগম লাভ-পথ পরিষ্কার করণার্থে প্রবল্লাদি[illegible] সহকারে প্রস্থানপর হইল।"

এখন বালার সেই শশধর-বিনিন্দিত বদনের কান্তি মলিন হইল। সে মৃদু হাসি আর নয়ন-গোচর হয় না। সে প্রফুল্ল ভাব আর নাই। কিন্তু অস্বাভাবিক মানিমা ভাবও উহার এক প্রকার লাবণ্য উৎপাদন করিল।

শিশির-সিক্ত পদ্ম কি নয়নানন্দকারিণী শোভা বিহীন হইয়া থাকে?

চন্দ্রপ্রভা, কনিষ্ঠ সহোদরার বদন-লাবণ্যের বিভিন্নাকার দেখিয়া অতিশয় খিদ্যমান হইয়া, পবন যেরূপ বারিদ-তাড়নে শশধরের সৌন্দর্য্য সাধনার্থ সযত্ন হয়, প্রিয় ভগিনীর বিষাদ নিরাসে উৎসুক হইল। কহিল, "ভগিনি! আমরা বর্ত্তমান থাকিতে তোমার ভয় কি? যেরূপে পারি, আমরা তোমায় রক্ষা করিব। যদি উহারা বধোদ্যত হয়, তবে এই বক্ষান্তরালস্থিত শাণিত করবাল নিষ্কাশিত করিয়া উহাদিগকে ধরাশায়ী করিব। যদি বল এখনও রণে কেন ক্ষান্ত আছ? তাহার উত্তর এই, উহাদিগের কতদূর দৌড় দেখা যাক্।" চণ্ডালিনীর মনের তুষ্টি-সাধনার্থে চন্দ্রপ্রভা এই সমুদায় সাহস-গর্ভ কথা কহিল; বস্তুতঃ ঐ কার্য্য তৎকালে তাহার সাধ্যাতীত হইয়াছিল।

"ভাই চন্দ্রকান্ত! কি করা যায়?" চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিল। কি বলিবে? পলায়নের তৎকালে কোন উপায়ই ছিল না। পথ ঘাট চেনা নাই। এমন একটী লোকও সেই বিজন অরণ্যে নয়ন-পথে পতিত হইল না, যে গন্তব্য পথ জানিয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে। অতি নিবিড় বন! যাইবারও সেই এক পথ—যে পথে দুরাত্মারা গিয়াছে। অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে হিংস্র জীব, আর নিষ্ক্রান্ত হইতে গেলে, সেই

নর-রাক্ষসদিগের খর্পরে পড়িয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎকালে সর্পের ছুঁচা ধরার ন্যায় তাহাদিগের অবস্থা ঘটিল, কি তদপেক্ষাও গুরুতর দশা সমুপস্থিত হইল? এ প্রশ্নের উত্তর সহজে মীমাংসা করা যাইতে পারে। ঘোরারণ্য—প্রবেশে অতি কষ্টে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারা যায়, যদিও সন্দেহ স্থল; কিন্তু সন্ন্যাসীদের সমীপস্থ হইলে প্রাণের আশাই এককালে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

প্রভাত।

প্রত্যূষ বিগমে দিনমণি উদয় শিখরে দর্শন দিয়া জগতের যাবতীয় জীবকে প্রফুল্ল করিলেন। তিনি বহির্গত হইয়া, চণ্ডালিনী তদীয় ভগিনী ও ভ্রাতাদিগকে দেখিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইলেন কিন্তু কোন রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যে ঘোর বন! কি করেন, ভুবনের সকল লোককে আদর করিতে লাগিলেন, কেবল এই অসহায় সন্তান গুলি তাঁহার অনাদৃত রহিল। পক্ষীদিগের নিকটেও তাহাদের কোন আভাস পেলেন না। যে দুষ্প্রবেশ বন! গমনের সাধ্য নাই। তবে যদি সন্ন্যাসীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এক প্রকারে সংবাদ পেলেও পেতে পাত্তেন। কিন্তু তারাও যে আপনাদের গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ করিত, এমন বোধ হয় না। সে যাই হোক, এক্ষণে

ক্রমে ক্রমে দিননাথ যত উপরে উঠিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের দর্শনলালসা, তাঁর মনে বিলক্ষণ রূপে বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তরু-তলে কুটীর বাহিরে, সন্তান চতুষ্টয় যমুনাজনকের চক্ষে পড়িল। তিনি দেখিয়া সুখী হইলেন; এবং যাঁরে দেখে অবনীর সমুদায় জীব পুলকিত হয়, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের যিনি নেত্র স্বরূপ, যাঁর দৃষ্টিপাত মাত্রে অখিল বিশ্ব সংসার প্রকাশমান হইয়া থাকে, ঘোর তমসাচ্ছন্ন নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাঁহারে নেত্র-গোচর করিলে কার মন না আনন্দরসে আপ্লাবিত হইয়া থাকে? তবে সন্তান চতুষ্টয় যে সুখী হইল, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এ দিকে এরা তো পলায়নের পরামর্শ করুক। এখন সেই কৃষক পরিবারের প্রতি নেত্র-পাত করা বিধেয় হই-তেছে। ভজর ভবনাকাশের শশী, যে রাহুর কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তা, তো সে জানিতে পারে নাই। নিশা কাল বিবিধ উদ্বেগে গত হইয়াছে; বেলা প্রায় চারি দণ্ড; মা আমার কোথায় গেল, কে আমার হৃদয়ের অমূল্য রত্ন হরণ কল্লে? কোন্ ব্যক্তি আমার চিত্তের শোক-নিবারণকারী শান্তি বারির শোষণে শত্রুতা করিল! হায়! আমি এখন কি করিব! কোথায় যাব! কোথা গেলে আমার হৃদয়ানন্দদায়িনী জননীরে দেখি-তে পাইব! হায়! কি অধর্ম্ম! হা! বিধাতঃ! এমন

সুখ-নিধি দিয়ে কেন, আবার প্রতারণা করিলে! বার বার যাতনা দিয়েও কি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই? আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, বারম্বার আমার সুখে তোমার কোপ-দৃষ্টি পড়িতেছে? তোমায় বা দোষী করি কেন? সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ। পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছিলাম, কত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা পাতকে কলঙ্কিত হইয়াছিলাম, তাই, আমার এখন এমন দুঃসহ যাতনা সমূহ সহ্য করিতে হইতেছে। হায়! যারে এত যত্ন করে পালন করিলাম, যার জন্যে শারীরিক কষ্টকেও তৃণভার তুল্য জ্ঞান করিয়া ছিলাম, যে, আমার নিতান্ত আদরের ও আদারের ধন, আমার সে ধন কোথায়? আমার কৃষক ঘরের দুলালী, মা আমার কোথায় গেল! "রে বাছা! তুই কি দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল-কবলে আত্ম-দেহ সমর্পণ করিয়ে, জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া, আমার সতত সন্তপ্ত প্রাণে আঘাত দিলি?" এত লোক জন পাঠালেন, কেহই সন্ধান করিতে পারিল না। কেহই তাহার একটী সামান্য সংবাদ দিয়েও আমার ব্যাকুলিত মনকে শান্ত কর্ত্তে পাল্লে না। আপনি অনেক তত্ত্ব করিলাম, কিন্তু কোথাও সে আদরিণীর দেখা পেলেম না। কি করি! কোথায় যাই! এই বলিয়া ভজহরি নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। অশ্রু নীরে শরীর পরিপ্লাবিত হইয়া গেল। তদীয় পত্নী, কন্যার অদর্শনে

অবাক্ হইয়া পাগলিনীর প্রায় এলো মেলো নানা প্রকার অসঙ্গত কথা কহিতে লাগিল। ফলে, যে চণ্ডালিনীরে পলকে হারা হইলে, কৃষক-কান্তা চারি দিক্ শূন্যময় অবলোকন করিত, সমস্ত রাত্রি এবং বেলা প্রায় চারি দণ্ড গত হয়, তাহারে দেখিতে না পাইয়া সে কেমন করিয়া প্রকৃতাবস্থায় থাকিতে পারে? শোক-শরে জর্জ্জরিতাঙ্গ ভামিনী যদিও সতত শোক-সন্তাড়ন হেতু এক প্রকার ধৈর্য্যশালিনী হইবার সম্ভাবনা, তত্রাপি সন্তান-বিরহ-জনিত ব্যাকুলতা সকলেরই অন্তঃকরণকে প্রক্ষুব্ধ করিবেই করিবে। মেয়ে বলে' মেয়ে! চণ্ডালিনীর ন্যায় বালার বিচ্ছেদে ব্যাকুলিতমন হয় না, এমন ব্যক্তি তো দেখিতে পাই না।

পাড়ার বালক বালিকারা অনেক স্থান অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কেহই সফল-মনোরথ হইতে পারিল না। অবশেষে সঙ্গিনী-বালিকারা,—যাহারা, বালার অনুগতা হইয়া ভীষণ মহিষাক্রমণে পলায়িতা ও সহচরী-বিয়োজিতা হইয়া ছিল, তাহাদের নিকট কেবল পরস্পরের ছাড়াছাড়ির সংবাদ পাওয়া গেল। বিশেষ সংবাদ দিয়া কেহই কৃষক পরিবারের প্রিয়-পাত্র হইতে পারিল না। এ সংবাদে কেবল তাহাদের মানসোদিত মরণাশঙ্কাকেই বলবতী করিল।

অনেকে এমন বিবেচনাকে মনোমধ্যে সংরক্ষিত করিতে পারেন, "যে একটা মেয়ে, এক দিন কোথায়

গিয়েছে বলে কি অতটা বিলাপ করা সম্ভব!” তাহাদের এ অসঙ্গত বোধের প্রতীকারার্থে এ স্থলে কেবল ইহাই প্রয়োজিত হইতে পারে, যে, কৃষক পরিবারের তখনকার অবস্থা ও তত্রতা অদূরবর্ত্তী ভীষণ জঙ্গল একবার মনে উদিত করুন; ভীষণ অরণ্য, বলিলেই জঙ্গলের বিবরণ আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। যাঁহার মন যেমন তিনি সেই রূপে ওই বন সন্দর্শন করুন ও উহারে আপন অন্তরে স্থান দান করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা বলিলেই তাঁহাদের মনের সে ভাব বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

যদি কাহারও সন্তান হইয়া থাকে এবং ঐরূপ অরণ্য মধ্যে হারাইয়া গিয়া থাকে, তিনিই কৃষক পরিবারের কিরূপ দুর্দ্দশা, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

চতুর্থ তরঙ্গ।

পাশবদ্ধ।

কপট সন্ন্যাসী দ্বয়, সন্ধ্যার পর আসিব বলিয়া সন্তান চতুষ্টয়কে আশ্বাস দিয়া, প্রিয়দর্শনের পিতার নিকট

তাহাদের প্রিয়. এই অপ্রিয় বৃত্তান্তের বিবরণ বিদিত করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সে খানে যাইবার কারণ কি ? ঐ অসহায় দিগকে আপনাদের করতলস্থ দেখিয়াও অন্যত্র গমনের উদ্দেশ্য কি? কোন কারণ অবশ্যই ছিল। প্রিয়দর্শনের জনক ঐ দুরাত্মা দিগের জমীদার। প্রজার কৃত কোন কর্ম্ম, প্রায়ই তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত না। এই দুষ্কর কর্ম্মের তিনি এক জন প্রধান সহায়।

যৎকালে দুরাত্মারা জমীদার-সকাশে সমুপস্থিত হয়, তখন তিনি গৃহে ছিলেন না। কোন একটী অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ম্মের খাতির এড়াইতে না পারিয়া, কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে স্থানান্তর অবস্থানে বাধ্য হইতে হইয়া ছিল। প্রিয়দর্শনও উপযুক্ত বটে। রাইয়ত দিগের মোকর্দ্দমার বিচার কবিবার বা তাহাদিগের নিকট হইতে শ্রোতব্য ঘটনাবলী আকর্ণন কবিরার অথবা সে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবার, তাঁহার ক্ষমতা ছিল ; সুতরাং যে কোন প্রজা, যে কোন বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করুক না কেন, সকলি তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইত। কয়েক দিন তাঁর মনটা কেমন অন্যমনস্ক অন্যমনস্ক মত ছিল। কিছুই ভাল লাগিত না। কোন কথায় প্রায় মনঃসংযোগ করিতেন না। অবিরত বিষণ্ণ বদনে নানা প্রকার চিন্তায় কালক্ষেপ করিতেন। অতিপ্রিয় সহচর দুইটীও কাছে নাই, যে তাহাদিগকে হৃদ্‌বেদনা বিভক্ত করিয়া দিয়া ব্যাকুলিত চিত্তের

ঐশ্বর্য্য সম্পাদনে সক্ষম হবেন। ভৃত্যেরা প্রভুর এতাদৃশ চিত্ত বৈকল্য দর্শন করিয়া বহিঃস্থ বার্ত্তা, তাঁহাকে বিদিত করিতে শঙ্কিত হইত। আজ, সহসা তাঁহার বামাক্ষি নৃত্য করিয়া উঠিল। মন ধৈর্য্য-বিহীন হইল। সেই নবোদিত বিধুবদনে আর হাসি নাই। মুখের সে শ্রী নাই। অকস্মাৎ চক্ষু দিয়া ২।৪ ফোঁটা অশ্রু নিপতিত হইয়া অঙ্গ-বাস অভিষিক্ত করিল। তিনি, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরিচারক দিগকেও না ডাকিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিয়া, একটী দোয়াত, কলম ও এক টুকরা কাগজ লইয়া, পূর্ব্বস্থিত নির্জ্জন গৃহে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। মুখ, এই বার স্মিত-ভাব ধারণ করিল। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলেন। মনোগত ভাব লেখনীকে কাযে কাযে বলিতে বাধ্য হইলেন, নতুবা অপ্রকাশিত থাকিবে। তত গূঢ়ভাবে রাখিবার আবশ্যক জ্ঞান করিলেন না। লিখিলেন।—

কোথারে সরলে! মানস বিমলে,
হাসি হাসি কাছে আয় করি আলিঙ্গন
সুনীল বসনে, নীরদ বরণে,
চপলা চপলা মাখা তোমার বরণ ॥

মনে সদা সাধ করি, অন্য কায পরি হরি,
তোমায় করিয়ে রাখি হৃদয়-ভূষণ।
ললনা-ললাম বালে! অমূল-রতন ॥

না জান বাক্যের ছল, মুখ খানি ঢল ঢল
শরতে সরেতে যথা ফুল্ল কুমুদিনী।
তেমনি লাবণ্য জলে তুমি প্রফুল্লিনী ॥
অলকা কপলোপরি, মধুকর মধুকরী,
হরসে সরস সুখে, মধু করে পান।
হেরিয়ে অসহ্য মোর ব্যাকুলিত প্রাণ ॥
ভাল, ভাল শোভা করে চন্দন বিন্দুর তরে,
তুলিতে তুলিতে ভুলা, সাধ্য আছে কার।
ভ্রূ-যুগল মধ্যে, রাহু কেতুর আহার ॥
দুয়ে টানাটানি করে, কেহ না লইতে পারে,
মধ্য ভাগে তেঁই ওর গরিমা অমন।
সিঁথীর অচলে নাহি সিন্দূর তপন ॥
কটাক্ষ বিষম শরে, হৃদি জর জর করে,
কিন্তু স্নিগ্ধ দৃষ্টি-পাতে মজেছে অন্তর।
কিরূপে করিব তায় প্রাণের দোসর ॥
স্নিগ্ধ, তবু তীক্ষ্ণ-গুণ, আমায় করিল খুন
স্মরাহবে বুঝি মোর না হবে উদ্ধার।
কি উপায়ে পরশিব, কর অঙ্গনার ॥

পরে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অঙ্গনারে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে তাহাকে অবিবাহিতা বোধ হইয়াছিল। পিতা মাতাকে জানান হয় নাই। ভালই হইয়াছে; এই সময়ে মিত্রেরা নিকটে থাকিলে,

তাঁহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হউক করা যাইত। কিন্তু যেরূপে পারি সেই হৃদয়-হারিণীরে, হৃদয়-মণি করিয়া অন্তর সুস্নিগ্ধ করিতে হইবে।” লিখিয়া হৃদয়ের ভার কিছু কমিয়া গেল। বহিঃস্থ বার্ত্তা বিদিত হইবার জন্য বহির্গত হইলেন।

পিতার অবর্ত্তমানে,এই অমঙ্গল বার্ত্তা পুত্রের নিকট পঁহুছিল। তদীয় জনকের কাছে এ বার্ত্তা আসিলে ইহা অবশ্যই অমঙ্গলজনক হইত না। কারণ এসব বিষয়ে তদীয় হৃদয় আনন্দ বিস্ফারিত হইত।

প্রিয়দর্শন অতিশয় করুণ-হৃদয় ছিলেন। এ বার্ত্তা তাঁহার অন্তরে বিষম বেদনা উৎপাদন করিল। পিতা নানাবিধ বিগর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকিয়া, নিরন্তর কলঙ্ক উপার্জ্জন করিতেন জানিয়াও,তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না। পিতার ন্যায় তদীয় হৃদয়, কঠিন ও মমতা পরিশূন্য না থাকায়, এই প্রকার ব্যাপার স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, কেবল দুঃখ সহ্য করিতেন। এই নিদারুণ ঘটনাও তদীয় কোমল অন্তর আলোড়িত করিল। তাঁহার মনোহারিণীর অদৃষ্টে, এই দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে মনে করিয়া তিনি ব্যাকুল হন নাই, ঐ সন্তান চতুষ্টয় কে, তাহাও তৎকালে তাঁহার হৃদ্বোধ হয় নাই। দুরাত্মারা প্রকৃত বিবরণ তাঁহার নিকট গুপ্ত রাখিয়াছিল। পরের মন্দ দেখিলে চিত্ত ব্যথিত হইত বলিয়া তিনি নৈসর্গিক করুণাবশবর্ত্তী ছিলেন সুতরাং তজ্জন্যই তদীয়

অন্তঃকরণ ভাবান্তর পরিগ্রহ করিল। জঙ্গলাদিগকে ডাকাইয়া কহিয়া দিলেন "দ্যাখ্ তোরা অগ্রসর হ, আমি কয়েক জন লোক লইয়া সত্বর তথায় যাচ্চি।" প্রভু-পুত্রের কথা শুনিয়া তাহারা পুলকান্তরে পূর্ব্বোক্ত অরণ্যাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল। প্রিয়দর্শনের দক্ষিণ চক্ষু নাচিল। মনে ভাবিলেন "আজ আমার কোন প্রিয়-বস্তু লাভ হইবে।"

সন্তানেরা আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়াও এ পর্য্যন্ত পলায়নের কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। পিতৃ-হন্তা জঙ্গলা জাতি দিগের প্রতি বিষম বিদ্বেষ থাকায়, চন্দ্রপ্রভা আপনার মনে একটী কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। পূর্ব্ব-কথিত তরবারীর প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া, কহিল, "দেখি আজ আমার এক দিন, কি তাদের এক দিন" চন্দ্রকান্তও নিশ্চিন্ত ছিল না তাহার অন্তরেও বিপুল সাহস সঞ্চার হইল। স্বভাব-সিদ্ধ সাহস-প্রভাবে অগ্রজের বদন হইতে এই কথা বহির্গত হওয়াতে তাহার চিত্ত উগ্রভাব ধারণ করিল। উভয়েই "মরিয়া" হইয়া উঠিল। বার বার বাহু মর্দ্দন করিতে লাগিল। সহোদরারাও ক্রমে ক্রমে আতঙ্ক-ভাব বিদূরিত করিতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভা বাহু মর্দ্দন করিতে করিতে করবালানয়নে অগ্রসর হইতেছে ইত্যবসরে জঙ্গলাদ্বয়, অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাহাকে ও চন্দ্র-কান্তকে একেবারে রজ্জুবদ্ধ করিল। পরে বালা

যুগলকে পাশ-বদ্ধ করিল। সুতরাং চন্দ্রপ্রভার উন্নীত বিক্রম অপনীত হইবে সন্দেহ কি!

কণ্টকোদ্ধার।

দুরাত্মা দিগকে দেখিয়া পূর্ব্বে চণ্ডালিনীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই প্রফুল্ল বদন, রাকা চন্দ্রের ন্যায় স্বভাব-সুলভ শ্রীহইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই। এক্ষণে বন্ধনের গুরুতর কঠিন আঘাতে সেই বালেন্দু-প্রতীম বক্তৃ, মেঘাবৃতবৎ মলিন বোধ হইতে লাগিল। সেই সলাজ মৃদু হাসির রুচি বিগত হইল। অলকা যুগলের মৃদু আন্দোলন অপনীত হইল,সে শান্ত ভাবের তিরোভাব ঘটিল। সে অটল ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইবায়, পাশাবদ্ধা হরিণীর ন্যায় বালা হরিণ নয়নে ছল ছল করিয়া চাহিয়া রহিল। সুকুমার পাণি-যুগল আরক্ত বর্ণ হইয়া রামার ক্লেশ বর্দ্ধন ও দর্শকের করুণা-পথ পরিষ্কার করিয়া তুলিল। হাসি,অবসর বুঝিয়া নয়ন দ্বারে সজোরে আঘাত করায়, অবিরামগতি অশ্রু ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কৃষক-পরিবারের কথা মনে হইল। জগৎ অন্ধকারময় ও শূন্য বোধ হইতে লাগিল। বদন বিষাদবারিদাবৃত, কিন্তু তদীয় চারু ভাবের কোনরূপে বিলয় হয় নাই! স্বভাবসিদ্ধ শ্রী, কখনই সহজে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, যে হেতু এই বিষণ্ন অবস্থাও বামার

সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ উন্নয়নে বিমুখ নহে। "হা! দুরাত্মন! তোরা কেমন করিয়া এমন ননীর পুতলীরে সুদৃঢ় যন্ত্রণা-প্রদপাশে আবদ্ধ করিলি? তোদের কি দয়া মায়া নাই? সন্তান নাই? রে মূঢ়! পরিণামে পরিতাপে তাপিত হইবার আশঙ্কা ও বিবেচনা, কি ক্ষণকালের জন্যও তোদের নির্দ্দয়তা-প্রলিপ্ত-অন্তরে, নীরদে চপলা চমকের ন্যায় আভা বিকাশ করে না?"

চপলারও, সরলার ন্যায় দশা ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভ্রাতৃযুগলের মনে কিছু মাত্রও বিভীষিকার আবির্ভাব হয় নাই। তাহারা অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

প্রিয়-দর্শনের সহিত ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সাতিশয় মিত্রতা ছিল। তদীয়-পিতার নিকটে অপরিচিত ভাবে অনেক কাল একত্র থাকায়, এই অকৃত্রিম প্রণয়ের উৎপত্তি হয়, এই প্রকৃত পরিচয় পরিজ্ঞাত হওয়াতেই, প্রিয়দর্শনের জনকের অনুমত্যনুসারে, প্রিয়-দর্শনের অজ্ঞাতে উহা-দিগের ভাগ্যে এতাদৃশী যন্ত্রণা ঘটে। ভূম্যধিকারী, তাহাদিগের প্রাণ দণ্ডের দিনাবধারিত করিয়া যান; দেখিবার নিতান্ত বাঞ্ছা ছিল, কেবল কার্য্যানুরোধে এই বিষম—প্রিয়দর্শন দর্শন ঘটিল না। জঙ্গলারা প্রিয়দর্শনের মনের গতিক ও তদীয় পিতার অনু-মতি বিলক্ষণ বিদিত ছিল, তজ্জন্য সত্বর কার্য্য সাধনে সযত্ন হইল। অসহায়েরা বলী-কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হইল।

এক জন বন্ধন-রজ্জু ধারণ করিল, অপর ব্যক্তি খড়্গ উত্তোলন করিয়া প্রহারের উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে, অনাথবন্ধু বন্ধু-বৎসল প্রিয়দর্শন অতিমাত্র বেগে সেই শ্মশান ভূমে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ করতলস্থ শাণিত করবালে, বধোদ্যত নৃশংসের মস্তক দেহ-চ্যুত ও তৎপরেই অপরটাকে শমনসদন-সন্দর্শন যোগ্য করিলেন। কণ্টক উন্মূলিত হইল।

ইহার মধ্যে একটী জিজ্ঞাসা বিষয় আছে,“নৃশংসেরা ছুই জন মাত্র। তাহারা কি একেবারে চারিটীকে কাটিবার আয়োজন করিয়াছিল? এবং যদি তাহাই তাহাদের অভিসন্ধি হয়,তবে কেমন করিয়া সাহসী হইল? ভ্রাতৃদ্বয় কি নিতান্ত ছুর্ব্বল?” “সন্ন্যাসীরা একেবারে শত্রুবিনাশ সংকল্প স্থির করিয়া ছিল; কিন্তু প্রথমে ভ্রাতৃ-দ্বয়, পরে বালা দ্বিতয়ের শিরশ্ছেদের অভিলাষী হয়। কারণ এক কালে চারিটী মহাপ্রাণী বিনাশ, ছুই ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়।

তরুণবর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ভাসিয়া ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কোপভাব অন্তর্হিত হইলে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। চপলা ও সরলা বালা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে যুবক-পানে চাহিয়া রহিল। চণ্ডালিনীর আবার ভাবান্তর! সে ভাবান্তর, শত্রু ঘাতকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য-

বোধ-জনিত নহে, তাহা অন্য প্রকার। বালার সতৃষ্ণ-দৃষ্টি-পাত—অন্তরে অভাবনীয় পুলক-সঞ্চার।

হাসিল।

পরস্পর আলিঙ্গনাদি করিয়া নিজ নিজ মনোগত অভিপ্রায় পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধুদিগের মনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবায় কত গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইতে লাগিল।

প্রিয়-দর্শন কহিল "ভাই চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রকান্ত! তোমরা যে জঙ্গলাদের করে অর্পিত হইয়াছ, তাহার বিন্দু-বিসর্গও আমি জানিতে পারি নাই। জানিতে পারিলে কি দারুণ দুর্দ্দশা-রাহু তোমাদিগকে কবলিত করিতে সমর্থ হইত? ভাই! আমাদিগের তিন জনের সেই মিত্রতা-বন্ধনের স্থান ও তাৎকালিক কথা ও প্রতিজ্ঞা কি আমার মনে নাই? না, উহা তোমাদের অন্তর হইতে অপসারিত হইয়াছে! কখনই এমন হইতে পারে না" ভ্রাতৃ-যুগল সে কথায় অনুমোদন করিল।

দুর্দ্দান্ত জঙ্গলা জাতি দিগের আক্রমণ কালে সহোদর দ্বয় পলাইয়া প্রিয়-দর্শনের পিতার শরণাগত হয়। তিনিও যত্নের সহিত তাহাদিগকে আপন ভবনে স্থান দান করিয়া ছিলেন। কিন্তু একটী দুর্দ্দৈব হেতু বশতঃ তরুণযুগলকে প্রিয়-দর্শনের পিতার বিষ-দৃষ্টিতে পতিত

হইতে হয়। ইহারা এক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে মৃত সন্ন্যাসী দ্বয়ের নেত্র-গোচর হওয়ায়, উহারা ইহাদিগের পিতার নামোল্লেখ করে। এ পর্য্যন্ত তিনি উহা অবগত হন নাই। এক্ষণে নাম অবগত হইয়াই, এই বিষম নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করিলেন। আদেশ কালে তদীয় হৃদয়ে অণুমাত্রও করুণা সঞ্চার হয় নাই। এরূপ ক্রোধের কারণ, তাঁহাদের পরস্পরের অতি পূর্ব্বকালের বৈষয়িক ও আন্তরিক বিবাদ। কিন্তু সমবয়স্ক ও হৃদয়ের কোমলতা হেতু ঐ পৈতৃক গুণ-প্রিয়দর্শনের বা এই সন্তানদ্বয়ের অন্তরকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইহারা পরস্পর অতিশয় প্রণয়বদ্ধ ছিল।

পর-গৃহে অবস্থান কালে ভ্রাতৃগণ, একবার পিতৃ-দত্ত পত্রিকা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই ভগিনীদিগের যৎসামান্য বিবরণ বিদিত হইয়া ছিল। পত্র প্রাপ্তির কিয়দ্দিন পরে, জনক জননীর নর-লীলা ফুরাইয়া যায়। জঙ্গলাদিগের দ্বিতীয় বার আক্রমণে বংশ সহিত উহাদের জনকের মৃত্যু ঘটে। জঙ্গলা দিগের নেতা প্রিয়দর্শনের পিতা, সুতরাং উহাদিগের সমুদায় পিতৃৈশ্বর্য্য এক্ষণে প্রাণ-দাতার পিতার কর-কবলিত।

চিত্তাকর্ষণ-কারিণী কামিনী এক্ষণে শত্রু-হন্তার নয়নে নিপতিতা হইল। মনে যুগপৎ শোক ও সুখের আবির্ভাবে বদন-মণ্ডল একরূপ আকার ধারণ করিল। কত কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। যদি এ বৃত্তান্ত

জানিতে না পারিতাম তাহা হইলে কি হইত, ভাবিতে লাগিল।

বিপদ কালে হৃদয়াপহারী কর্ত্তৃক শক্রু নষ্ট হওয়ায় সরলার মন যারপরনাই প্রীতি লাভ করিল। আনন্দ-হৃদয়ে ধরে না। এই বিপদুদ্ধরণ যে, উভয়ের প্রেম-পাশ সুদৃঢ় করণের প্রধান উপায়, তাহা উভয়েই বুঝিতে লাগিলেন। চণ্ডালিনী হৃদয় নাথের সহিত কথা কহিতে পারিল না; কিন্তু লজ্জাবনতমুখী হইয়াই প্রিয়তমের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিল। সুস্নিগ্ধ-দৃষ্টিপাত দ্বারাও-হৃদয়বল্লভের আনন্দ বর্দ্ধনে রত হইল।

চপলা, প্রেমাকাঙ্ক্ষিণীর মনোগত ভাব জানিল। তখন কিছুই বলিল না। কিন্তু ইঙ্গিত দ্বারা সমুদায় এক প্রকার ব্যক্তকরা হইল। তরুণবর কথা কহিতে কহিতে নানা প্রকার ব্যপদেশ অবলম্বন করিয়া প্রিয়তমার প্রেমপূর্ণ ভালবাসা-মাখান-নয়ন-নিক্ষেপে আত্ম-দৃষ্টি দান করিতে বিমুখ হয়েন নাই, এবং স্বভাবের ভাবও তদ্রূপ নয়। এক খানি কাগজ তদীয় অঙ্গ-বস্ত্র হইতে সহসা উড়িয়া যাওয়াতে, ছলে "কাগজ খানা দাওতো" "কে দেবে?" যে দেবার, এবং যার উদ্দেশে উহা নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, সেই, "এই যে?" মৃদুস্বরে, "খুলে দেখি দেখি!" প্রিয়-দর্শনের ইচ্ছাও তাই—যে সরলা উহা দেখে। সরলা মনঃসংযোগ করিয়া দেখিতেছে; ইহাঁরা সবাই পরস্পর কথা কহিতেছেন। প্রিয়দর্শন পার্শ্বে বালার

দিকে নেত্র-পাত করিয়া একটু হাসিলেন। বালাও মনোমত, ও আপনার তরে লিখিত বুঝিয়া মৃদু লজ্জা-মাখা হাসি হাসিল।

পঞ্চম তরঙ্গ।

বাসন্ত প্রদোষ।

দিননাথ নিয়মিত কার্য্য সাধন করিয়া বিশ্রামার্থে গমন করিতেছেন, রজনীও প্রাণ-কান্ত-সমাগম বাসনার আকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তদ্দর্শন-লালসায় আসিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কমলিনী মুদিতোন্মুখ ও কুমুদিনী বিকাশোন্মুখ হইয়াছে। বাদুড় উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। বিহগ কুল নিজ নিজ নীড়-নিলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছে। সুমন্দ মলয় পবন, রৌদ্রের প্রভাব নাই দেখিয়া স্নিগ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পুরঃসর বাহিরে বার দিলেন। জীবকুল প্রফুল্লিত হইল। উচ্চপুচ্ছধারী ধেনুগণ, গোষ্ঠাভিমুখী হইবায় বৎসকুল জননী গণের পশ্চাদ্গামী হইয়া স্বভাবশোভা সংবর্দ্ধন করিল। রবি-

দেবকে আর দেখিবার যো নাই। মেঘ গুলি তপনের পরিণাম করে বিবিধ বর্ণধারী হইয়া নিশাগমনপতকা উন্নয়ন করিল। পাখীরা অনেক কান্না কাটি করিয়াও, তাঁহারে দেখিতে না পাইয়া, নীরব হইয়া রহিল। সুরভি কুসুম নিকরের মধুময় গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হওয়াতে রজনীর আগমন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল। এই বসন্ত কালে সকল কালের সুখ পাওয়া যায় সুতরাং ইহা যে, সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক আদরণীয় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ এক্ষণকার প্রত্যূষ ও প্রদোষের ন্যায় পরম রমণীয় সুখময় কাল জগতে দুর্লভ।

ঝির ঝির করিয়া দক্ষিণানিল মৃদু মন্দ ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে, "কে একটী লোক," বনের অন্তরাল দিয়ে, শবশিরবেষ্টিত উচ্চভূমির উদ্দেশে দ্রুতপদে আসিতেছে। তৎপশ্চাতে বিশীর্ণকবরী, বিষাদবদনা সাশ্রুনয়না, উন্মাদিনীর ন্যায় একটী কামিনী "মা কোথায় রে! হায়, কি হইল! বাছা আমার কোথায় রে!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে আসিতেছে। অপর দুই জন লোক তাহারে ধরিয়া লইয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন রূপে সরল ভাবে আনিতে পারিতেছে না। শোক-ভরে দেহের গুরুত্ব হওয়ায় তাহাদিগের অনুরাগ-ব্যঞ্জক আয়াস সফল হইতে পারিতেছে না। "এরা কে? আকস্মাৎ কি মানসে কোথা হইতে এই নিস্তব্ধ অরণ্যাণী মধ্যে উপস্থিত

হইল?” বোধ করি অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে।

প্রিয়-দর্শন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একাগ্রমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই অবাক্! এই আগন্তুক ললনার রোদন-নিনাদ অবিলম্বেই প্রিয়-দর্শনের মনোমোহিনীর অন্তরে প্রবিষ্ট হইবায়, সরলা বালা “মা মা” করিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। সবাই নিস্তব্ধ। চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রকান্ত, পরস্পারের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। হৃদয়ে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। কিন্তু পর ক্ষণেই, সেই আশ্চর্য্য ভাবের অপনয়ন হইতে কাল বিলম্ব হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা সকলে দেখিতে পাইল, সেই রোরুদ্যমানা ললনা, সত্বর গমনে চণ্ডালিনীর সমীপস্থ হইয়া তাহারে কোলে লইল এবং চিরদুঃখিনীর হৃদয়ের ধন! তুই কোথায় ছিলি মা! হাঁ! মা! তুই কেমন করে এমন নিদয়া হয়ে ছিলি মা! মারে! তোর কি কিছুই দয়া মায়া নেই? তুই কেমন করে আমায় ছেড়ে রয়েছিলি? মা! কখনওতো, তোর এমন মায়াহীনের মত ব্যাভার দেখি নি? তুই তো কখনই আমার কাছ ছাড়া হয়ে থাকিস্ না!’ এই বলিয়া আরো রোদন করিতে লাগিল।

চণ্ডালিনী আদরিণী বিষাদিনী অধৈর্য্য হইয়া তাহার কোলাহল পরিবর্দ্ধন করিয়া তুলিল। এই মিলনে তাহা-

দের রোদন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। শোকাকর বস্তু হইতে শোকাপনোদন কালের প্রথম অবস্থা, সাতিশয় সন্তোষকর ও দুঃখ-জনক, ইহা স্বাভাবিক সুতরাং তাহাদের এরূপ হইবে আশ্চর্য্য কি?

"ঐ রমণী কে! এবং তদীয় পুরোগ ব্যক্তিই বা, কোন্ ব্যক্তি? অথবা ইহারা সকলেই বা কে?" জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। কিন্তু যদি ঐ রমণী, ভজহরির সহধর্ম্মিণী হয়, তাহা হইলে আর কাহাকেও উহার পরিচয় প্রদান করিবার আবশ্যক করে না। ফলে ঐ নারী ভজ-ভার্য্যা, আর, আগে আগে যে ব্যক্তি আসিতেছিল, ঐ সেই ভজহরি। অপর দুই জন, যাহারা চণ্ডালিনীর মাতাকে ধরাধরি করিয়া আনিতে ছিল, তাহারা ঐ কৃষকের দুইজন পরমাত্মীয় প্রতিবেশী। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভজ-রমণীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া আনিতে ছিল, ঐ ব্যক্তি চপলার প্রণয়াকাংক্ষী। চপলার সহিত ইহার মনের একান্ত মিল হইয়াছিল, কিন্তু উদ্বাহ কার্য্য সমাধা না হওয়াতে, প্রেম সংস্থাপনের প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছিল। বিনা বিবাহে সংমিলন,' উহারা উপযুক্ত কর্ম্ম বিবেচনা করে নাই এবং পরস্পরের দুষ্টাভিসন্ধিও ছিল না। এই দুই ব্যক্তি শোকাতুরা কৃষক পরিবারের কারুণ্য বিলাপে দুঃখিত হইয়া বালাদিগকে অনেক অনুসন্ধান করিয়া ছিল। কিন্তু কোন রূপে সফলমনোরথ হইতে পারে নাই। পরে এক জন

কাঠুরিয়ার মুখে দুই অপরিচিত তরুণ ও দুই বালার কথন শুনিয়া, কৃষক ও তদীয় কামিনীকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসে।

সন্তান হারাইয়া সন্তান লাভ।

সকলের পরস্পর সাক্ষাৎ ও পরিচয় হওয়ায়, সবারি বিষাদ-বদনে আনন্দ প্রকটিত হইল। এখন আবার চণ্ডালিনীর শশাঙ্ক-গঞ্জিত মুখ শোভা পূর্ব্ব রূপ কান্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-মনোহারিণী হইল। সকলের আননে আনন্দ প্রকাশ দর্শনে, বন মধ্যে বিকসিত পুণ্ডরীক-শোভা মনে পড়া অসম্ভব নয়। বন মধ্যে তামরসের নৈসর্গিক শোভা, আর এখানে বন মধ্যে বিমল হাস্য প্রকটিত বদন-কান্তি!! এখানকার এই পবিত্র ভাব বিলোকনে হৃদয়-কন্দর পুলক-পূর্ণিত হইয়া, এক অনির্বচনীয় ভাবান্তর আশ্রয় করে, এবং অল্প সময় মধ্যে যে বালার সুখ দুঃখের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন, সেই সরলার বদন-জ্যোতিঃ দর্শনার্থে সকলেরই হৃদয় কৌতূহলাকুলিত হইবেই হইবে।

কৃষক পরিবারের নিকট শত্রু-বিঘাতক যে সাধুবাদ প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; যে হেতু প্রাণদাতার প্রতি আন্ত-রিক ভালবাসা, স্বভাব হইতে স্বতই স্ফূরিত হইয়া থাকে। ভজ, প্রিয়দর্শন, চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রকান্তকে যথা যোগ্য সম্ভাষণ ও আলিঙ্গনাদি করিয়া

যারপরনাই সুখী হইল। ক্রমে সকলের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা অবগত হইতে আর কাহারও বাকী রহিল না। সকলেরই হৃদয় বিস্ময় রসাপ্লাবিত হইল।

এক্ষণে কৃষক আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের সকলকে আপনার বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইল। অভিলাষ পূর্ণ হইবার কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। সকলেই ভজভবনাভিমুখী হইল। প্রিয়-দর্শনের বাটী যদিও বহু দূরবর্ত্তী নয়, তত্রাপি কৃষকের অনুরোধ ও প্রণয়ের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলাকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে কাযে কাযেই তাহার অনুগত হইতে হইল। আজ কৃষকের কি আনন্দ! সে হারা নিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইল। আরও অনেকগুলি রত্ন সংগৃহীত হইল। সমস্ত পল্লী তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুকান্তঃকরণে আগমন—পথ নিরীক্ষণ করিতে ছিল, এক্ষণে তাহাদিগের বদন মধ্যাহ্ন-বিকসিত অম্বুজশোভা ধারণ করিল। সমুদায় পল্লী কোলাহলময় হইয়া উঠিল। নব পরিণীত বরকন্যা পরিদর্শনার্থে যেমন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ফুল্লাননে তদ্দর্শনাশায় আগমন করে, এ দর্শনও সেইরূপ দ্রষ্টবর্গে পরিবৃত হইয়া উঠিল। সকলে পরস্পর কত প্রকার কথা কহিতে লাগিল এবং শেষে সবাই কৃষকের ভবন মধ্যে উপনীত হইল।

ভজহরির খাতির এড়াইতে না পারিয়া প্রিয়দর্শনকে কিছু দিনের জন্য তথায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য

হইতে হইল। চপলা যদিও অপর-জন-পালিতা, তত্রাপি পালক কৃষকের অনুরোধে আর তাহাকে লইয়া গেল না এবং চপলারও তথায় গমনের ইচ্ছা ছিল না। চণ্ডালিনীর ভ্রাতৃ-যুগলকে ভজহরি আপন সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল। তাহারাও নিজ নিজ স্বভাব গুণে কৃষক-দম্পতির একান্ত প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিল। ভজ-পত্নীরতো আনন্দের সীমা রহিল না। একটী মাত্র সন্তান হারাইয়া আর চারিটী সন্তান লাভ সামান্য সৌভাগ্য সঞ্চারের বিষয় নয়! এক চণ্ডালিনীরে হারাইয়া চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রকান্ত, চপলা ও প্রিয়দর্শন এই চারিটী সন্তান লাভ হইল। প্রিয়-দর্শন যদিও এখন সন্তান মধ্যে গণ্য নয়, কিন্তু পরে আর তন্মধ্যে পরিগণিত হইতে অবশিষ্ট রহিবে না।

চণ্ডালিনীরে বিরহ যাতনা ভোগ করান বিহিত নয়। পিতৃ-মাতৃ-বিহীনা সরলা বালারে স্মর-শর-পীড়ন সহ্য করানতে কেবল নির্দ্দয়তা প্রকাশ করা হয়, তাহাতে কিছু মাত্র পৌরুষ নাই। প্রিয়-দর্শনও এমন [illegible]কর-কার্য্য করিয়া হতাশ বা ভগ্নোৎসাহ হইবে, কি[illegible] অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিবে তাহাও ভাল দেখায় না এবং কর্ত্তব্যও হয় না, বিশেষতঃ পরস্পর-মিলনানন্দে উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা হইলে, আনন্দের চূড়ান্ত হইবে। এ সন্তোষ লাভার্থে,কি দর্শক,কি গায়ক, কি পল্লীবাসী কি পুরবাসী, কি বর,কি কন্যা, কি আত্মীয়, কি কুটুম্ব সবাই লালসিত।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

উদ্বাহ।

উদ্বাহ লোকের একটী নূতন জীবন। মৃত্যু ভয় মানবের মনকে যাদৃশ ব্যাকুল করে, ইহা লোকের হৃদয়ে তাদৃশ আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেয়। এমন বিমল সুখ জগতে একান্ত দুর্ল্লভ। নব পরিণীত নরের বদন-কান্তি, নিরীক্ষণ করিলেই তদীয় হৃদ্‌গত সন্তোষের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী দম্পতির অন্তর এক অভাবনীয় আনন্দ-চিন্তায় সতত আসক্ত থাকে। তৎকালে পরস্পরের বন্ধু-সন্নিধানে কত আমোদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ফলে, উদ্বাহাবস্থা যে, একটী অভিনব জীবন-সঞ্চারের কাল, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহের বিষয় নাই। সকল লোকেই এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিবে। তবে যাহার মনের গতি স্বতন্ত্র প্রকার, মিত্র-সহবাস, বন্ধু-সহ সমালাপ, যাহার মনকে আনন্দ দিতে পারে না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ সমুদায় ভাল বাসে না, সে ব্যক্তির মনঃ ইহাতে অনুরক্ত হইবেই না; কিন্তু জগতে এমন কোন ব্যক্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না, যে ব্যক্তি কোন না কোন আত্মীয়কে

স্বকীয় হৃদয়স্থ সুখদুঃখের অংশীদার করিতে চায় না; যদিও থাকে সে ব্যক্তিকে কখনই মনুষ্য মধ্যে গণ্য করিতে ভরসা হয় না।

পরিণয় প্রণয়-জনিত বিশুদ্ধ ভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রণয় ও পরিণয় প্রায় একই পদার্থ; উভয়ে কিছু বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ভালবাসা দুয়েতেই আছে, দুয়েতেই ভালবাসার প্রভাব বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। পরিণয় দম্পতির অন্তর দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে, আর প্রণয় মিত্র-সকাশে স্বরূপ সুপ্রকাশিত করিয়া জগতের হিত সাধনে সতত নিরত থাকে। উহাদের এই সামান্য পার্থক্য আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু পরিণয়ে দুয়েরই প্রভাব থাকে, এবং থাকাও উচিত। তাহা না থাকিলে তাহাকে প্রকৃত পরিণয় কহা যাইতে পারে না। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এমন কথা বলিয়া থাকেন যে, "যে রহস্য, সহধর্ম্মিণী সন্নিধানে প্রকাশ করা যায় না মিত্র-সকাশে তাহা অবিদিত থাকে না।" এটী বড় ক্ষোভের বিষয়। কারণ যাহার সঙ্গে আজীবন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সেই ভার্য্যা যদি বন্ধু না হইল, তবে তার চেয়ে ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে? এই প্রণয়ের সুদৃঢ় পাশে আবদ্ধ থাকিয়াই সমুদয় সংসার নিয়মিত রূপে চলিতেছে, কোন রূপে ইহার অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়।

যুবক যুবতীগণ যে পরস্পরের সন্দর্শনে পুলকিত-তনু হইয়া পরস্পরের দুই হৃদয় এক করিতে চায়, তাহা-তেই যে, প্রকৃত বিমল প্রেমের আবির্ভাব হয়, কখনই এমন অনুমান করা যাইতে পারে না। বাহ্য-সৌন্দর্য্য কখনই মানবের মনে দাম্পাত্য প্রণয়ের উৎপত্তি করিয়া দিতে পারে না। সৌন্দর্য্য-ভালবাসা, সকল লোকেরই স্বভাব বটে, কিন্তু বাহ্য-চারুতাপেক্ষা আন্তরিক সুন্দরতা যে পরম পবিত্র ও নির্ম্মল সন্তোষ-সাধক, তাহাতে কখন কেহই অমত করিতে পারে না এবং কেহই যে ইহার বিরুদ্ধ পক্ষে বাক্য-ব্যয়ে সক্ষম হইতে পারেন, আমার তো কখনই এমন বোধ হয় না এবং বিশ্বাস করিতেও রুচি নাই। লোকে গুণেরই পক্ষপাতী হয়, ইহা নিসর্গের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। বাহ্য-সুন্দরতা প্রথমতঃ কম-নীয় কিন্তু পরিণামে ব্যবহারে গরলময় হইবার বাধা নাই। তা বলিয়া আমি সুন্দরতাকে নিন্দা করি না। গুণ থেকে রূপ থাকে, সেতো সকলেরই একান্ত মনোনীত, কিন্তু গুণ-বিহীন মনোজ্ঞ কান্তি হৃদয়-হারিণী করা, মাকাল ফল লাভের ন্যায় পরিণাম-দুঃখ-জনক। তরুণ তরুণী রূপাতিশয্যে মোহিত হইয়া পরস্পর বিবাহিত হইলে, পরে তাহাদিগের যদি মিল না হয়, তবে বিষম কষ্টকর হইয়া উঠে। যাহাদের হৃদয় চঞ্চল, বিবেচনা নিতান্ত কোমল, বাহ্য সৌন্দর্য্যে তাহারাই প্রায় অনুরক্ত হয়। পরিণয়ের নির্ণীত কালে প্রায় এসকল গুণ উত্তম

রূপে বিকসিত থাকে না। সুতরাং প্রকৃত প্রকৃতি লাভে সক্ষম হওয়া বড় সহজ নহে, নিতান্ত গুরুতরও নয়। যাহাদের বুদ্ধি কিছু পরিপক্ক, কথা বার্ত্তায় বা ব্যবহারে যাহাদের চিত্ত সদা অনুসন্ধিৎসু তাহারাই গুণের মর্য্যাদা করে এবং গুণকেই হৃদয়হারী করিতে পছন্দ করে। সুতরাং এরূপ স্থানের পরিণয় অবশ্যই সুখাবহ হইয়া উঠে।

বাহ্য-সৌন্দর্য্য যে, পরস্পরের অন্তরে পবিত্র প্রণয়াঙ্কুর উৎপাদনের কারণ, ইহা মূঢ়েরাই স্বীকার করিয়া থাকে। অনঙ্গ-পরবশ যুবক যুবতীরা বাহ্য-মাধুরী বিলোকনে পরস্পর প্রণয় ভাজন হইবার প্রত্যাশা করিয়া, উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলে, পরিণামে তাহাদের ঐ প্রেম বিষবৎ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে ও কত গোলযোগে তাহাদের জীবিত অতিবাহিত হয়। রূপ-মাধুরী কখনই নির্ম্মল প্রীতি প্রদানে সমর্থ হয় না। পবিত্র প্রেম পরস্পরের আন্তরিক ভাব হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। আন্তরিক সৌন্দর্য্য সুখের মূল এবং উহাই জনগণকে সুখ-মুখ নিরীক্ষণে সক্ষম করে। অবোধেরাই অনঙ্গ পীড়ায় অধীর হইয়া আপনাদের প্রেমোদ্যানে বিষ বৃক্ষ রোপণ করিয়া পরিণামে অশেষ প্রকারে পরিতাপিত হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনই বাহ্য-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া জড়-প্রায় হন না। তাঁহারা বিশিষ্ট-রূপ বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের আন্তরিক ব্যাপারের প্রতি

নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। পরে যখন দেখেন বাহ্য-শোভা অসত্ত্বেও আন্তরিক কান্তি-প্রভাবে পরস্পরের বদন-মণ্ডল প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়াছে, তখনই তাঁহারা এই পার্থীব সুখ-প্রদ পরিণয়-গ্রন্থনে গ্রন্থিত হয়েন। বাহ্য-সৌন্দর্য্য যে, পরিত্যাজ্য ও কদর্য্য ইহা আমার অভিপ্রেত নহে, উহা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নৈসর্গিক পদার্থ। উহার প্রতি আমাদের প্রীতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আন্তরিক গুণের সহিত বাহ্য-মনোহারিতা যে সর্ব্ব প্রশংসনীয় তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বাহ্য-শোভার প্রতি তাচ্ছল্য করিয়াও আন্তরিক শ্রীর অনু-সরণ করা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। মানসিক গুণের প্রতি আমাদের পরস্পরের প্রধান লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। ইহার সহিত বাহ্য-চারুতা থাকে, সেতো সুবর্ণে সোহাগা সংমিলনবৎ পরম রমণীয় হয়।

যাহার সহিত এই নূতন, জীবন মরণ পর্য্যন্ত কাটা-ইতে হইবে, তদীয় বাহ্য-চারুতায় বিমোহিত হইয়া প্রেম-সংস্থাপন করিলে জীবন ক্ষেপণের কেমন এক রকম গোলযোগ ঘটে। বুদ্ধিসত্ত্বে ওরূপ গোলযোগে পড়া বিষম ভ্রান্তির কর্ম্ম। কিন্তু পাত্র কন্যার পরস্পারের মনোনীত পাত্রে বিবাহ সংঘটিত হওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। অনেক স্থানে প্রায়ই দম্পতির দাম্পত্য প্রণয়াঙ্কুর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে পরিণয়-পাশে পরি-বদ্ধ হইতে হয়। এরূপ স্থলে, কথিত প্রকারের কোন

ব্যবস্থাই খাটে না। জনক জননী অথবা আত্মীয় দিগের নয়নের দর্শন বা মনের যে পছন্দ, তাহাই তৎকালে বলবান্ হয়। সুতরাং পাত্র কন্যার পরস্পরের হৃদয় পরীক্ষার অবকাশ বা ক্ষমতা হইয়া উঠে না, কিংবা সে সময়ে তাহাদিগের মনে বিবাহ কি পদার্থ তাহাও প্রকাশ পায় না। মা বাপের আনন্দই তাহাদের আনন্দ। এরূপ স্থলের বিধান নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। যাইহউক সে বিষয়ে বেশী তর্কের আবশ্যক নাই।

যাহারা এই নব জীবনে প্রথম পাদ ক্ষেপণ করিয়াছে, তাহাদের হৃদয় নিয়ত পুলকে পূর্ণিত থাকে। সে পুলক সহসা অন্তরিত হইতে চায় না। শয়নে, ভোজনে পর্য্যটনে, সহচর-সহ-আলাপনে, কিছুতেই এই নব-জীবন সংক্রান্ত কথা বার্ত্তা ও আমোদের অপ্রসঙ্গ থাকে না। নিরন্তরই প্রণয় প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হয়। বিশেষ রমণীদিগের এই ভাবের অনতি-পরিস্ফুট ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। সেটী কেবল উদ্বাহ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর দোষে ঘটে। নতুবা যথাযোগ্য সময়ে এই প্রাকৃতিক ঘটনার সংঘটন যে পরম রমণীয় ভা ধারন করে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বয়ঃপ্রাপ্তা বালার সহচরি-সংমিলনে স্বকীয় হৃদয়স্থ প্রমোদ-ভাব বিলক্ষণরূপে সুপ্রকাশিত হইয়া থাকে।

নব প্রণয় বন্ধনের কি মধুময় ভাব! এমন কমনীয় আনন্দপ্রদ ভাব, লোকের আর কোন অবস্থাতেই

দৃষ্টি-গোচর হয় না। এমন নির্ম্মল পবিত্র সংমিলন, যে নব দম্পতির অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় সুখ সঞ্চারাবস্থা, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদিও গুরু-জন সন্নিধানে তাহারা নিজ নিজ মানসোদিত রহস্য ভাব সংগোপন করিতে অনুরক্ত ও আগ্রহাতিশয্য-সংশ্লিষ্ট বটে, তত্রাপি আকৃতির বৈলক্ষণ্য যে মনোবিকার বিদিত-করে, তাহাতেই সমুদায় রহস্য ব্যাপার অপরে পরি-জ্ঞাত হইয়া থাকে। অকূল সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির তরণী-প্রাপ্তি যাদৃশ সুখ-জনক, সংসারার্ণবে তরুণের তরুণী সংমিলন, ও যুবতীর যুবক-প্রণয়-পাশ তাদৃশ শুভাবহ ও সুখাকর। পবিত্র প্রণয়ের বশবর্ত্তী হইয়াই, নর নারী স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে অনুরাগের সহিত নিরত থাকে। বিবাহের বন্ধন না থাকিলে, সংসারে কিছুই সুখের দ্রব্য থাকিত না, লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে রতি, ধর্ম্মালোচনায় মতি, জ্ঞানোপার্জ্জনে অনুরক্তি ও সাং-সারিক কার্য্যে প্রসক্তি রহিত না। ফলতঃ সকল প্রকা-রেই জগতের নানা প্রকার উন্নতির অবস্থা দৃষ্টি-পথের অগোচর থাকিত।

অবিবাহিত ব্যক্তির কিছুতেই উৎসাহ নাই। তাহার মন সর্ব্বদাই বিবিধ ভাবনায় ব্যস্ত থাকে। জীব-নকে ভার-বহ বলিয়া আপনা আপনি প্রতীতি জন্মে। সংসারে মমতা থাকে না। কোন কোন স্থানে ইহার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে কোন কাযের কথা নয়।

ভার্য্যা-বিরহী নর এবং পতি-বিহীনা ললনার সংসারে কিছু মাত্র মমতা নাই, তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখা যায়, সেটী শুদ্ধ সংসারে কোনরূপে জীবন কাটান মাত্র। তাহাদিগের যে সংসারে আন্তরিক মমতা নাই, তাহাদিগের কার্য্যই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। অনেকে এমন আপত্তিকে মনোমধ্যে স্থাপিত করিতে পারেন, যে অনেক অবিবাহিত বা পত্নী-বিহীন ব্যক্তিকে বিবিধ সদনুষ্ঠানে উদ্যোগ-শীল লক্ষিত হইয়া থাকে। আমি তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নই। যেহেতু তদীয় অন্তরের ভাব, তাহার নির্জ্জন স্থানস্থ চিন্তা ও কার্য্য, সময় বিশেষে মনের গতির ও ব্যবহারের বিভিন্নতা-অলক্ষিত থাকাই এরূপ আপত্তি উত্থাপনের কারণ। স্বামি-বিরহিতা বালা যে কোন কাযেরই নয়, কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম উপলক্ষে তাহাদের এয়ত্বের প্রয়োজন সাপেক্ষ করে, সংসারের সঙ্গে যেন তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই, কার্য্য পরম্পরায় তাহাদিগের ভাব গতিকে এরূপ অনুমান হইয়া থাকে। অনেক বিধবার বদন হইতে অ[illegible]ীর নিঃসম্পর্কতা প্রকাশিত হইয়াছে।

যে দম্পতি, নিরন্তর এক দাম্পত্য-প্রণয়ের সুখ ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী ভূলোক পরিত্যাগ করিলে কি বিষম ভয়ঙ্কর দুঃখময় ব্যাপার সমুপস্থিত হয়। অপরটী বিষাদে মলিন, ভাব-নায় ক্ষীণ, শোক-শরে জর্জ্জরিতাঙ্গ ও শীর্ণ হইয়া

যাতনার প্রাবল্যে নিরন্তর ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, কিছুই ভাল লাগে না। প্রিয়জনের বদন, কথাবার্ত্তা, হাস্য কৌতুক সমুদায় স্মৃতি পথে উদিত হইয়া যাতনার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে থাকে। মৃতটীর কোন অপর সখার সহিত সন্দর্শন হইলে তদীয় শোকানল, ঘৃত-প্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে থাকে। এটী স্বভাব-সিদ্ধ ঘটনা। প্রিয়-বিরহিত জনের, প্রণয়ীজনের অত্যয়ের বহু বিলম্বে, শোক-যন্ত্রণার ক্রমশঃ লঘুতা হয়, কিন্তু সময় বিশেষে তাহার ভীষণ-মূর্ত্তি অবলোকনে, হৃদয় পরিশুষ্ক হইয়া থাকে। কালাতিরেকে অপরের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে সে ভাবের তিরোভাবের সম্ভাবনা অনুমান করা যায়, কিন্তু প্রকৃত দাম্পত্য-প্রণয়াস্বাদীর পক্ষে কখনই এ বিধান উপযুক্ত হয় না। যদিও এই অভিনব ঘটনার পূর্ব্বে শোকের অপচয় ঘটে, তত্রাপি তাহা ভাল লাগে না। যে মধুর ভালবাসা তাহার অন্তর হইতে অপসারিত হইয়াছে, সে অমৃতময় ভাব কি আর আসিতে পারে? অন্য প্রণয় সমুপস্থিত হইয়া কি তদীয় হৃদয়াঙ্কিত পাষাণাঙ্কের অপনয়নে সাহসী হইতে পারে? পূর্ব্ব আমোদ, পূর্ব্ব রসালাপ ও পূর্ব্ব অনুরাগব্যঞ্জক বদন-কান্তির প্রতিবিম্ব কি ইহা হইতে মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে? পূর্ব্ব প্রণয়-কোপ-প্রলিপ্ত আননের কমনীয়-ভাব, আর কি নবজন হইতে পাইতে ইচ্ছা হয়? তৎকালে কেবল "হা হতোস্মি! আহা!

কোথায় রে!" ইত্যাদি কাতরোক্তি বহির্গত হইয়া অন্তর্জ্বালার কতক অবসান করিতে থাকে, এই মাত্র। কোন কার্য্যেই,কোন বিষয়েই তাহার স্ফূর্ত্তি নাই। একটি পতি-বিহীনা ললনার পত্যন্তর সম্মিলনে, ইহার একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ ললনা, নব পতির কোন কার্য্য-ত্রুটিতে, তাহার অসাক্ষাতে তাহারে পদাঘাত করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে। ঐ পতি তৎকালে দশ বার পদ ভূমি অন্তরে, অন্তরালস্থ হইবামাত্র ঐ ললনা, অনেক লোকের সমক্ষে এবম্প্রকার গর্হিত বচন অনায়াসেই তাহারে প্রয়োগ করিল। যদিও ঐ নারী নীচবংশোদ্ভবা,কিন্তু যথার্থ দাম্পত্যপ্রণয়-স্থানে কখনই এরূপ কাণ্ড ঘটিতে পারে না। ঐ পতিও সে সময়ে তাহার অনুকূলে কথা কয় নাই। কিন্তু অপরের সাক্ষাতে ও পত্নীর অসাক্ষাতে তাহার কোন গ্লানি করে নাই।

☛ একটী পত্নিবিয়োগী বন্ধুর প্রমুখাৎ তদীয় পূর্ব্ব ভার্য্যার গৌরব, নিরন্তর শুনিয়া থাকি। তিনি কহেন "দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী,প্রকৃত পক্ষে ভার্য্যা নয়, উপস্ত্রী। আগেকার ভাব ভালবাসা কিছুই ইহার নিকট পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তেমনটী আর হইবে না।" তদীয় নব কামিনী পতি পরায়ণা, তিনিও ভার্য্যানুরাগী কিন্তু কোন রূপেই পূর্ব্ব প্রিয়ার-বিরহ-জনিত বিষাদের অপনয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের বয়সও অধিক নয়; নিজে পরম সুন্দর ভার্য্যাও পরমাসুন্দরী

ও পূর্ণ-যৌবনা। কিন্তু পূর্ব্ব ভালবাসার কেমন আস্বাদ, ইহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

এ বিষয়ে বেশী তর্কের বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগের কিছুই প্রয়োজন করে না। স্ব স্ব চিত্ত অন্বেষণ করিলেই তাহার পরিস্ফুট আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

ফুল ফুটিল।

ফুল ফুটিল। অলিও মকরন্দ-লাভাশয়ে তথায় আসিয়া জুটিল। ভাবী দম্পতি, মনে মনে ভাবী সুখের আস্বাদ ভোগ করিতে লাগিল। পূর্ব্বোল্লিখিত বিবাহোপদেশ স্ব স্ব মনে যত্নের সহিত রক্ষা করিতে, প্রণয়ী যুগলের একান্ত প্রতিজ্ঞা হইল। ভবনের সকলে তাহাদিগের পরস্পরের প্রণয়োপক্রম ও ভালবাসার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়ায়, ভজ, দুই জনকে এক করিতে কাল বিলম্ব করিল না। সুতরাং ফুল ফুটিল; ভ্রমরও জুটিল। শুভ দিনে শুভ লগ্নে সকলের সন্তোষকর এই শুভকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কৃষকের অবস্থা ও সাধ্যমত উৎসবের সহিত সুসমাহিত হওয়ায়, পল্লীস্থ সকলেই পরমাহ্লাদে এই শুভ দিনের সুখে অনুরক্ত হইল। চপলাও মনোনীত পাত্রে অর্পিতা হইয়া সুখ-ভাগিনী হইল। ভগিনী-যুগলের একত্র পরিণয় সংঘটন, উভয়েরই বিমল আনন্দ বর্দ্ধক।

বিবাহের কিছু দিন পরে, প্রিয়দর্শনের পিতার পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ পঁহুছিল। এ বৃত্তান্ত, পুত্রের

দারুণ দুঃখের বটে, কিন্তু তনয় সত্বরই ঐ শোক বিস্মৃত হইলেন এবং নৃশংসাচারের হস্ত হইতেও বিমুক্তি লাভ হওয়ায়, আপনারে ধন্য বোধ করিলেন। পিতা, নিয়তই অসদাচারে রত, নর হত্যায় আসক্ত এবং পর পীড়নোদ্যত ছিলেন, পুত্রের তাহা একান্ত অসহ্য বোধ হইত। এক্ষণে পাপানুষ্ঠান-রত জনকের অত্যয়ে, নিরন্তর-দুঃখ-ভারাক্রান্ত তদীয় হৃদয় লঘু হইয়া উঠিল। তিনি এক্ষণে স্বীয় কান্তা সমভিব্যাহারে অভিলষিত আমোদে আসক্ত হইলেন। এবং নিজ ভবনে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রকান্তের পিতার যে সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া, পিতা নানাবিধ নির্দ্দয়তা ব্যবহার দ্বারা জগতে বিবিধ কলঙ্ক উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন, তৎসমুদায় তাহাদিগকে ফিরিয়া দিলেন। "বড় কুটুম্ব"! তা বলিয়া তাঁহা দ্বারা এরূপ সদনুষ্ঠান হয় নাই। কারণ অপরাপর ব্যক্তিও স্ব স্ব অপহৃত সম্পত্তি অবাধে প্রাপ্ত হইল।

প্রিয়তমের এবংবিধ সদাচার দর্শনে বালার মন আনন্দ-রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রকান্ত আপনাদিগের প্রাণ, নব কুটুম্বিতা ও সম্পত্তি পাইয়া যে কিরূপ সুখী হইল তা, তাহারাই জানে। প্রিয়দর্শনের যে দুই মনোহারিণী ভগিনী ছিল, তাহারা এই তরুণ যুগলের প্রেমাধিনী হইবায় আরও সৌভাগ্যের উন্নতি বলিতে হইবে।

দম্পতীরা যে কিরূপ সুখী হইল, যাঁহারা পবিত্র প্রেম-বন্ধনজনিত বিশুদ্ধ সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারাই সে সুখ অনুভবে সমর্থ। যাঁহারা এক্ষণে এই বিমল আমোদ পাইতেছেন, তাঁহারাও আপনাপন অন্তর অনুসন্ধান করিলে, দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় চণ্ডালিনী ও প্রিয়দর্শনের দাম্পত্য-সুখ দর্শন করিতে পাইবেন।

পবিত্র প্রণয়ের তুল্য সুখ, জগতে একান্ত দুর্লভ। এ সুখের আস্বাদ যে ব্যক্তির ভাগ্যে পড়িয়াছে, অন্য সুখ তার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়। অন্য সুখই বা আর কি! এই সুখই সব। অবনীর যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, প্রণয়ের পবিত্রতা সেই দিকই অধিকার করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। "ধর্ম্ম কর্ম্ম" সকলি এই প্রণয় নিয়ে। সে যাইহউক কিন্তু প্রকৃত প্রেমও সুদুর্লভ পদার্থ। তাহা সংসারে বিরল-প্রচার। কি দুঃখের দশা, কি সুখের অবস্থা, সকল সময়েই তাহার ভাব এক রূপ থাকে, কোন ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। নির্মল সলিল, পঙ্কঃসমাগমে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু সিকতা সংসর্গে তাহার নৈর্মল্য উন্নতি প্রাপ্ত হয়। সে, সলিলকে মস্তকে করিয়া রাখে। অসৎ সংসর্গে প্রণয়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়া তাহাকে নাস্তানাবুদ করে, কিন্তু সাধু সঙ্গে কোন গোলযোগেরই সম্ভাবনা নাই। যাই হৌক, প্রিয়দর্শন ও চণ্ডালিনী, প্রকৃত প্রেমাধিকারী হইয়া

নানাবিধ সদনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রেমবর্দ্ধনে সযত্ন রহিলেন।

সমুদায় শোক সন্তাপ বিলুপ্ত হইল, শঙ্কা বিগত হইল, মানসোদিত প্রণয়-সন্দেহ অন্তর্দ্ধান করিল, আত্মীয়-বর্গ উল্লাসিত হইল। সহোদর সহোদরার অপূর্ব্ব সংমিলন-লাভ ও অজানিত আত্মবৃত্তান্ত অবগত হওয়া গেল, এরচেয়ে আর কি অধিক সুখের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

"মা চণ্ডালিনি! বাপু প্রিয়দর্শন! আশীর্ব্বাদ করি তোমরা আত্মীয়বর্গ সহ সুখে জীবন যাপন কর, এবং লোকের প্রিয় হইয়া অবনীতে অনন্ত কীর্ত্তি-কলাপ বিস্তার করিয়া সুখী হও।"